A

SHORT ESSAY

ON THE

VERNACULAR PRESS.

BY

RAJANIKANTA GUPTA.

Author of

Jayadeva-charita, Panini—a Critical Essay, History of the Great Sepoy War &c.

দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

CALCUTTA:

nted by Nityananda Ghosh at the Chikitsha-prokas Press;

AND

By Bipinvihari Ray at the Victoria Press.

blished under the auspices of the Indian Association.
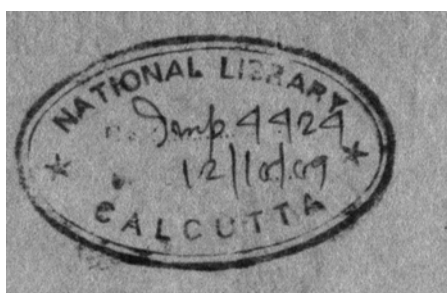
বিজ্ঞাপন।

৯ আইনের সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইলে কলিকাতার ভারত-সভা আমাকে মুদ্রণ-স্বাধীনতা ও মুদ্রণ-শাসনী ব্যবস্থার একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করেন। আমি এই অনুরোধে 'দেশীয় মুদ্রা-যন্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব' নামে বর্ত্তমান প্রবন্ধটী লিপিবদ্ধ করি। ভারত-সভা নিজব্যয়ে ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, ভারত-সভার একজন প্রধান পরিচালক ইঁহার প্রুফ্ দেখিয়া দিয়াছেন, এবং অনেক স্থলে আমাকে সৎপথ দেখাইয়া উপকৃত করিয়াছেন। ইতি।

হিন্দুহোষ্টেল,
কলিকাতা।
২৬এ ভাদ্র, ১২৮৫।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব।

দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাবে আমরা মুদ্রাযন্ত্রের উপকারিতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লাভের একটী সাধারণ ইতিহাস, বর্ত্তমান সালের ৯ আইনের বিবরণ এবং এই আইন জারি হওয়াতে দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের সম্বন্ধে কি কি অপকার হইতেছে, সংক্ষেপে তাহার বিষয় লিখিতে চেষ্টা করিব। এস্থলে মুদ্রাযন্ত্রের অর্থ ছাপাখানা নহে। ছাপাখানা হইতে যে সমস্ত সংবাদ পত্র, সাময়িক পত্র ও পুস্তকাদি বাহির হয়, তাহাই, মুদ্রাযন্ত্রের অর্থ বুঝিতে হইবে।

শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ মিশনারি মার্শমান, কেরি ও ওয়ার্ড সাহেব, বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইঁহারা সমবেত হইয়া, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার-দর্পণ' নামে একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন। এই 'সমাচার-দর্পণই' সমুদয় বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের আদি। এই সময়ে, লর্ড হেষ্টিংস্ ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারেল ছিলেন। তিনি সমাচার-দর্পণের প্রচারে বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করেন, প্রচার-কর্ত্তা মিশনারি-দিগকে অনেক উৎসাহ দেন এবং ঐ কাগজের অনেক খণ্ড গ্রহণ করিয়া, উহা সমস্ত দেশীয় রাজাদিগের দরবারে প্রেরণ করেন। গবর্ণর জেনা-রেলের এই উৎসাহে, ক্রমে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের উন্নতি হইতে থাকে। সমাচারদর্পণের পর, সমাচার-চন্দ্রিকা প্রভৃতি অনেক গুলি খবরের কাগজ বাহির হয়। ইহার পর সোম-প্রকাশ জন্ম গ্রহণ করে। সোমপ্রকাশ হইতেই বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠে। লেখার প্রণালী, বিচার-প্রণালী প্রভৃতি, সকল বিষয়েই সোমপ্রকাশ অন্যান্য সংবাদ-পত্রকে পথ দেখাইয়া দেয়। ফলে সোমপ্রকাশই সমুদয় বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের পিতৃস্থানীয়। সোমপ্রকাশ হইতে অনেকে যেমন বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শিখিয়াছে, তেমনি সংবাদপত্রের রীতি পদ্ধতিও জানিতে সমর্থ হইয়াছে। কুড়ি বৎসর হইল, সোমপ্রকাশ বাহির হইয়াছে, ইহার মধ্যে ঢাকা-প্রকাশ, সাধারণী, ভারত-সংস্কারক, সহচর, ভারত-মিহির প্রভৃতি অনেক গুলি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া, বঙ্গ সমাজকে ক্রমে উন্নত এবং বঙ্গ ভাষাকে ক্রমে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছে।

সুতরাং শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ সংবাদপত্রের এই রূপ উ
ভাষার এই রূপ পরিপুষ্টির মূল। মার্শম্যান প্রভৃতি প্রথমে যে বীজ
করেন এবং গবর্ণরজেনারেল জল সেক করিয়া, যাহা অঙ্কুরিত ক
তুলেন, তাহা ক্রমে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। কালে মিশ
রিদের অন্যান্য কার্য বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহারা সংবাদপ
সৃষ্টি করিয়া, যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার কখনও লোপ হইবে না।
যতদিন ভারতবর্ষে লেখা পড়ার চর্চ্চা থাকিবে, যত দিন ভারতবর্ষের
লোকে বিদ্যার সম্মান ও উন্নতির আদর করিবে, তত দিন এই কীর্ত্তির
বিবরণ ভারতের ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। মিশনারিগণ, সংবাদ
পত্র বাহির করিয়া, আমাদের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন, এবং
অনেক বিষয়ে আমাদিগকে উন্নতির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। গবর্ণর
জেনারেলের উৎসাহে, ক্রমে এই উন্নতির পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে।
আমরা এত দিন বোবা ছিলাম, সাধারণের হিতকর কি অহিতকর,
কোন বিষয়েই আমাদের কথা কহিবার শক্তি ছিল না, অধিক কি কেহ
আমাদিগকে মারিয়া ফেলিলেও আমরা মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে
পারিতাম না। এক্ষণে সংবাদপত্রের প্রসাদে আমরা বাক্‌শক্তি পাইয়াছি,
যে বিষয়ের সহিত সাধারণের সংস্রব আছে, সেই বিষয়েই অসঙ্কুচিত
হৃদয়ে আপনাদের মত প্রকাশ করিতেছি; কোন অত্যাচার বা অবিচার
দেখিলে, রাজার নিকট রোদন করিয়া, তাহার প্রতীকার প্রার্থনা
করিতেছি, এবং যাহাতে দেশের উপকার ও উন্নতি হইবে, তাহার জন্য
সর্ব্বদা চীৎকার করিয়া, রাজার ও জন-সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ
করিতেছি। সংবাদপত্র এক্ষণে প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদিগকে মানুষ
করিয়া তুলিয়াছে। আমরা সংবাদপত্র হইতেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা
করিয়াছি। ইংরেজগণ এই মনুষ্যত্ব শিখাইয়া, ভারতবর্ষের অক্ষয় ও
অনন্ত আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন, এবং আমাদিগকে কৃতজ্ঞতার দুশ্ছেদ্য
পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা ইংরেজের এই মহদুপকার
কখনও ভুলিতে পারিব না, এবং কখনও তাঁহাদের এই উপকারের
অগৌরব বা অসম্মান করিয়া, আপনাদিগকে কলঙ্কিত করিব না।

কিন্তু সংবাদপত্রের সৃষ্টি অপেক্ষা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাই আমাদের
দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছে। আমরা সম্বাদপত্রের সম্বন্ধে

উপরে যত গুলি কথা বলিলাম, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের ক্ষমতা না থাকিলে, তাহার কোনটাই সম্পন্ন হইত না। যদি মত-প্রকাশের সম্বন্ধে আমাদের কোন রূপ স্বাধীনতা না থাকিত, তাহা হইলে আমরা আপনাদের অভিপ্রায় সরল-ভাবে অসঙ্কুচিত চিত্তে ব্যক্ত করিতে পারিতাম না। কোন স্থানে ঘোরতর দৌরাত্ম্য দেখিলেও, আমরা তাহার নিবারণের জন্য রাজদ্বারে রোদন করিবার অধিকারী হইতাম না। মনের দুঃখ তুষানলের ন্যায় অদৃশ্য ভাবে হৃদয় দগ্ধ করিতে থাকিত, আমরা তাহাতে হাড়ে হাড়ে পুড়িয়া মরিতাম, তথাপি সেই দুঃখ বাহিরে প্রকাশ করিয়া, তাহার উপশম করিতে সমর্থ হইতাম না। সংক্ষেপে বাক্‌শক্তি থাকিলেও, কথা কহিতে পারিতাম না, এবং আত্মবেদনা জানাইবার বলবতী ইচ্ছা থাকিলেও, সেই ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করিয়া, বেদনার শান্তি করিতে পারিতাম না। সুতরাং সংবাদপত্র হইতে যে যে উপকারের প্রত্যাশা করা যায়, আমাদের অদৃষ্টে তাহার কোনটাই ঘটিয়া উঠিত না। সংবাদপত্র সমাজের বাগ্‌যন্ত্র। সংবাদপত্রই সাধারণের নিকট সাধারণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, এবং সংবাদপত্রই রাজার নিকট প্রজার দুঃখ-রোদন ও আত্মবেদনা জানাইয়া, শান্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে। আইনের বলে এই বাগ্‌যন্ত্রের গতি রোধ হইলে, সমাজ একবারে বোবা হইয়া থাকিত, এবং বাগ্‌যন্ত্র একবারে অচল হইয়া, অকর্ম্মণ্য পদার্থের দলে মিশিয়া যাইত।

এই জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সমাজের পক্ষে অশেষ কল্যাণ-কর। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের এই স্বাধীনতা দিয়া, সমাজের যেমন মঙ্গল করিয়াছেন, তেমন আপনাদেরও যথোচিত উদারতা ও মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন। সম্বাদপত্রের স্বাধীনতা-লাভ সভ্যতার ইতিহাসের একটী প্রধান অধ্যায়, এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-লাভ সমাজের উন্নতির একটী প্রধান উপায়। সংবাদপত্র স্বাধীন না হইলে, আমরা কখনও এত অল্প সময়ের মধ্যে, এত উন্নতি দেখিতে পাইতাম না। উন্নতির মূল সূত্র ধরিয়া বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে, উচ্চ শিক্ষা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান, ভারতবর্ষে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সর্ব্ব প্রধান কীর্ত্তি। অন্য কোন সভ্য-দেশের অন্য কোন সভ্য গবর্ণমেণ্ট, আপনাদের বিজিত ও বিদেশীয় প্রজাদের উন্নতির জন্য এমন কোন মহাশয়তা দেখাইতে পারেন নাই। একক্ষে

ভারতবর্ষে যে রূপ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদি প্রচারিত হইতেছে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা না থাকিলে সে রূপ উৎকৃষ্ট পত্রাদির প্রচার কখনও হইত না। সুতরাং তাহা দুর্ব্বল, নিস্তেজ ও অপরিপুষ্ট হইয়া পড়িত। সেই সঙ্গে সমাজও দুর্ব্বল, নিস্তেজ ও পরিপুষ্টি-হীন হইয়া উঠিত। মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীন হওয়াতে সমাজের উপকার বই অপকার হয় নাই।

পূর্ব্বে কি ইংরেজী কি বাঙ্গালা, কোন সংবাদপত্রেরই স্বাধীনতা ছিল না। প্রথম গবর্ণরজেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে ভারতবর্ষে প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এ সময়ে হিকি নামক এক জন সাহেব, হিকির গেজেট (Hicky's Gazettee) নামে একখানি সংবাদ-পত্র প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, এই হিকির গেজেটই ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রচারিত হয়। হিকিসাহে-বের এই গেজেটে সংবাদপত্রের উপযুক্ত ধীরতা বা গাম্ভীর্য্য ছিল না। সম্পাদক অনেক সময়ে, ব্যক্তি বিশেষকে অন্যায় রূপে আক্রমণ করিতেন। যাহাহউক, হেষ্টিংসের পর, লর্ড কর্ণোয়ালিস্ ও সার জন সোরের শাসন-সময়ে সংবাদপত্র ক্রমেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সময়ে সংবাদপত্র ব্যক্তি বিশেষের নিন্দা অনেকটা পরিত্যাগ করে, এবং যে যে বিষয়ের সহিত সাধারণের সংস্রব আছে, তাহারই আন্দোলন করিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা ধীর ও গম্ভীর ভাবে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে থাকে। লর্ড কর্ণোয়ালিসের প্রতি এই সকল সংবাদপত্রের কোন রূপ আক্রোশ বা অশ্রদ্ধা ছিল না। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশ হইত, তাহা কর্ণোয়ালিসের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই লেখা হইত। অধিকন্তু ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপের রীতিমত সমালোচনা থাকিত না। গবর্ণমেণ্ট যদি কোন বিষয়ে কোন রূপ কঠোরতার পরিচয় দিতেন, তাহা হইলেও ইহা বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিত না। সুতরাং তখন সাধারণকে যে যে সংবাদ দেওয়া হইত, অথবা সাধারণের সমক্ষে যে যে বিষয় লইয়া, আন্দোলন হইত, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ততটা অসুবিধা বা বিরক্তি জন্মিত না। কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলি যখন ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারেল হইয়া আইসেন, তখন ইংরেজদের সহিত, ফরাসিদের ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল। ফরাসিগণ এই সময়ে ভারতবর্ষে ইংরেজ-দের ক্ষমতা লোপ করিয়া, আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিতে উৎসুক

ছিল। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাবধানে ও ধীর ভাবে কার্য্য করিতে হইত। এই সময়ে সংবাদপত্র যদি যুদ্ধের সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রকাশ করে, অথবা না বুঝিয়া ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন কথা রটাইয়া দেয়, এই আশঙ্কায় লর্ড ওয়েলেস্‌লি সংবাদপত্রের সম্বন্ধে একটী নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। এই নিয়ম অনুসারে সংবাদ-পত্রের এক জন পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েন, এবং সম্পাদক ও পত্রাধিকারীর জন্য কতকগুলি বিধি প্রস্তুত হয়। এই বিধি লঙ্ঘন করিলেই ইংরেজ সম্পাদক ও পত্রাধিকারিদিগকে* ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে হইত, এবং ভারতবর্ষে বাস করিবার জন্য তাঁহাদের যে সমস্ত অনুমতি-পত্র† থাকিত, তৎসমুদয় রদ করা হইত। সুতরাং যে সকল সম্পাদক বা সংবাদ-পত্রের অধিকারী, সংবাদপত্রে লেখার দোষে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতেন, তাঁহারা বিলাতে উপস্থিত হইয়াই, এবিষয়ে তুমুল গণ্ডগোল বাধাইতেন, ভারতবর্ষে ইংরেজদের যথেচ্ছাচার ও দৌরাত্ম্যের উল্লেখ করিয়া, মহা আন্দোলন করিতেন, এবং যাহাতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা স্থাপিত হয়, যাহাতে সংবাদপত্রে স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করা যায়, তাহার জন্য স্থানে স্থানে তীব্র বক্তৃতা করিয়া, স্বদেশীয়দিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেন, অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়া, স্বদেশীয়দের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন।

লর্ড মিণ্টোর শাসন-সময়েও (১৮০৭—১৮১৩ খ্রীঃঅব্দ) সংবাদ-পত্র সকল এই রূপ অবস্থায় থাকে। তখনও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সংবাদ-পত্র হইতে নানা রূপ আশঙ্কা করিতেন, সুতরাং তখন সংবাদপত্রের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হয় নাই। সে সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগকে অজ্ঞানে ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখাই, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের এক মাত্র নীতি ছিল। যদি স্বাধীন রাজ্যে অথবা সাধারণ প্রজাদের মধ্যে, জ্ঞানের কোন রূপ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে, গবর্ণমেণ্ট সে

---

* এ সময়ে দেশীয় ভাষায় কোন সংবাদপত্র ছিল না। সুতরাং কেবল ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রভৃতির জন্যই এই বিধি প্রস্তুত হয়।

† ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন সময়ে, শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারী ভিন্ন, অপর যে সমস্ত ইংরেজ বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আসিত, তাহাদিগকে এ দেশে বাস করিবার জন্য এক একখানি অনুমতি-পত্র দেওয়া হইত। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে এই অনুমতি-পত্র রদ করিতে পারিতেন।

বিষয়ে কোন উৎসাহ দিতেন না*। সংবাদপত্র হইতে কিয়ৎ পরিমাণ জ্ঞানোন্নতির সম্ভাবনা আছে দেখিয়াই, মিণ্টোর গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রের অবস্থা উন্নত করিতে কিছুমাত্র যত্ন করেন নাই; সুতরাং ওয়েলেস্‌লি যে পরীক্ষা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান, তাহাই সে সময়ে প্রবল থাকে। সম্পাদকদিগের প্রুফ (ছাপাইবার পূর্ব্বে, যে সকল কাগজে ভুল সংশোধন করা হয়) দেখিবার ভার, এক জন গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর হস্তে সমর্পিত হয়। এই প্রণালীর অধীনে সংবাদপত্র সকল লর্ড মিণ্টোর শাসনকাল ও লর্ড হেষ্টিংসের শাসন সময়ের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত, নিতান্ত দুরবস্থায় থাকে। কিন্তু এই শেষোক্ত গবর্ণরজেনারেল লর্ড মিণ্টো অপেক্ষা উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। সুতরাং তিনি কাল-বিলম্ব বা কিছু মাত্র সন্দেহ না করিয়া, সাধারণকে জানাইলেন যে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রকাশ্য সংবাদপত্রে সমালোচিত হওয়া উচিত; শাসনকর্ত্তা যতই সদভিপ্রায়ে ও পবিত্রভাবে কার্য্য করিবেন, ততই তিনি সাধারণকে তাঁহার কার্য্যের সমালোচনা করিতে দিতে সম্মত হইবেন।

গবর্ণজেনারেল এই অভিপ্রায় প্রকাশের পর, সংবাদপত্রে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের যে ব্যাঘাত ছিল, তাহা ক্রমে শিথিল হইয়া আইসে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে "কলিকাতা জর্ণাল" নামে আর একখানি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতে থাকে, এবং ইহার মত সকল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্বাধীন ভাবে ও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিবেচনার সহিত প্রকাশ পাইতে থাকে। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য এই প্রথমে, সমান তেজে ও সমান সুবিচারে আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হয়, এবং গবর্ণমেণ্টের দুষ্টবুদ্ধি কর্ম্মচারিগণ এইপ্রথমে সাধারণের সমক্ষে

---

* এ বিষয়ে একটী কৌতুকাবহ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। কাপ্তেন সিডেনহাম এই সময়ে হাইদ্রাবাদের ব্রিটীষ রেসিডেণ্ট, ছিলেন। তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সম্বন্ধে নিজামের কৌতুহল নিবারণের জন্য একটী বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র, একটী মুদ্রাযন্ত্র ও একখানি যুদ্ধ জাহাজের নমুনা আনয়ন করেন। সিডেন্‌হাম এই বিষয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারীকে জানাইলে সেক্রেটারী মুদ্রাযন্ত্রের ন্যায় একটী ভয়ানক বিপত্তি-জনক যন্ত্র এক জন দেশীয় রাজার হস্তে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, রেসিডেণ্টকে বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। রেসিডেণ্ট তিরস্কৃত হইয়া, লিখিয়া পাঠান, এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কোন রূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। মুদ্রাযন্ত্রের প্রতি নিজাম কিছুই মনোযোগ দেন না। এক্ষণে উহা বিশৃঙ্খল ভাবে তোষাখানায় পড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং সভ্যতার এই ভয়ানক অস্ত্র অব্যবহৃত হইয়া কোনও অনিষ্টের উৎপত্তি করিতে পারিবে না। যদি গবর্ণমেণ্ট ইহাতেও ভীত হয়েন তাহা হইলে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা যাইবে।

সমান তিরস্কৃত ও সমান নিন্দিত হইয়া উঠেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ১৮১৮ অব্দে মিশনারিদিগের যত্নে শ্রীরামপুর হইতে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রচার হয়। আমরা এ স্থলে যে হেষ্টিংসের উদার প্রকৃতির প্রশংসা করিতেছি, সেই হেষ্টিংসই এই প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্রের উৎসাহ-দাতা। হেষ্টিংস যেমন সাধারণকে, সংবাদপত্রে স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের ক্ষমতা দিয়া, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের গৌরব বাড়াইয়াছিলেন, তেমনি বাঙ্গালা সংবাদপত্রকেও যথোচিত উৎসাহ দিয়া, আপনাদের প্রকৃত মহত্ত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। আক্ষেপের বিষয় এই, হেষ্টিংসের যে সকল মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই প্রাচীন দলের লোক। সুতরাং সংবাদপত্রের প্রতি তাঁহাদের অনেকের সহানুভূতি ছিল না। তাঁহারা সংবাদপত্র সকল পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থাতেই রাখিতে ভাল বাসিতেন। জন আডাম এই দলের প্রধান ছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস ইহাতেও অবিচলিত থাকেন। আডামের পরামর্শে তিনি স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের পথে কোন কণ্টক দেন নাই, অথবা আডামের মন্ত্রণায় তিনি সংবাদপত্রের স্কন্ধে কোন রূপ গুরুতর ভার চাপাইয়া রাখেন নাই।

কিন্তু হেষ্টিংসের কার্য্যকাল শেষ হইল। তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। এই অবসরে জন আডাম আবার জাগিয়া উঠিলেন। আডাম ব্রিটীষ গর্ণমেণ্টের এক জন পরিশ্রমী ও কার্য্যকুশল কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু পুরাতন রাজনীতির প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা ও মমতা ছিল। এ জন্য তিনি লর্ড ওয়েলেস্‌লির প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সর্ব্বাংশে রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল যে, গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের সংবাদপত্র সকল দমনে রাখাই ভাল। হেষ্টিংস চলিয়া গেলে ১৮২৩ অব্দে, জন আডাম কিছু কালের জন্য, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইলেন। সুতরাং নিজের বিশ্বাস অনুসারে কায করিতে তাঁহার কোন রূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল না। অবিলম্বে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আবার সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র উত্তোলিত হইল। আডাম এত কাল, বৃথা যাহার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন, বৃথা যাহার জন্য গবর্ণরজেনারেলকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, বৃথা যাহার জন্য নানা রূপ মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, এক্ষণে স্বয়ং তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইলেন। অকস্মাৎ উত্তোলিত অস্ত্র লক্ষ্যে পতিত হইল, কলিকাতা

জর্ণালের সম্পাদক বাকিংহাম্ সাহেব ভারতবর্ষ হইতে নিষ্কাশিত হইলেন। তাঁহার সৌভাগ্য চিরকালের মত নষ্ট হইয়া গেল, এবং তিনি কয়েক বৎসর-কাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার হাড় জ্বালাতন করিয়া তুলিলেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের এই রূপ যথেচ্ছাচার ও অত্যাচারেও ভারতবর্ষের সংবাদপত্র সকল একবারে নীরবে রহিল না। লোকে যখন জানিতে পারিল যে, গবর্ণরজেনারেল লেখনীর এক আঘাতে একজন ইংরেজ সম্পাদককে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া ইংলণ্ডে পাঠাইতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় সম্পাদকদিগকে নিষ্কাশিত করিতে পারেন না; কারণ ভারতবর্ষীয়দিগের আদি বাসস্থানই ভারতবর্ষ, সুতরাং গবর্ণর জেনারেলের নিয়ম তাঁহাদের নিকট পরাস্ত হয়; তখন ডিসোজা অথবা ডিরোজরিওর ন্যায় কোন ফিরিঙ্গিশ্রেষ্ঠের নামে বিরক্তিকর সংবাদপত্র সকল চলিতে লাগিল। কিন্তু আডাম সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিবার জন্য কঠোর নিয়ম প্রস্তুত করিতে ক্ষান্ত থাকিলেন না। ১৮২৩ অব্দের ১৪ই মার্চ* ও ৫ই এপ্রেল এই সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল। এই আইনে সংবাদপত্র সকল পদার্থ-শূন্য হইল এবং তাহাদের জীবনী-শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল।

লর্ড আমহার্ষ্ট বোধ হয়, আডামের এই কঠোর বিধির পরিপোষক ছিলেন না; এবং এই অত্যাচারও অবিচারের প্রতিও বোধ হয় তাঁহার ততটা অনুরাগ বা আস্থা ছিল না। কিন্তু আডামের আইন অল্প সময়ের মধ্যে, প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীতে প্রত্যেক শাসন-সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর অনুমোদিত হইয়াছিল, সুতরাং আমহার্ষ্ট প্রথমে এ দেশে আসিয়া, বাধ্য হইয়া, এই আইন অনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতি যে অত্যাচারের সূত্র-পাত হইয়া ছিল, তাহা কিছু কাল

---

* ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ জন আডাম মুদ্রাযন্ত্রের শাসন সম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন, আর ১৮৭৮ অব্দের ১৪ই মার্চ্চ লর্ড লীটন দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন। প্রথম ১৪ই মার্চ্চের ব্যবস্থা ইংরেজী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ব্রিটীশাধিকৃত ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষার সংবাদপত্রের জন্য প্রণীত হয়, আর শেষ ১৪ই মার্চ্চের ব্যবস্থা কেবল দেশীয় সংবাদপত্রাদির জন্য নিরূপিত হইয়াছে। প্রথম ১৪ই মার্চ্চের ব্যবস্থা অপেক্ষা শেষ ১৪ই মার্চ্চের ব্যবস্থা অধিক কঠোর, অধিক তীব্র অধিক অবনতিকর। ১৮২৩ অব্দের ১৪ই মার্চ্চের ব্যবস্থার সহিত ১৮৭৮ অব্দের ১৪ই মার্চ্চের ব্যবস্থার এই রূপ প্রভেদ। জন আডাম যাহা করিতে পারেন নাই; লর্ড লীটন তাহা সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছেন।

অটল হইয়া রহিল। পরে আমহার্ষ্ট যখন স্বয়ং রূপে বিচার করিতে লাগিলেন, তখন তিনি এই অত্যাচারের নিতান্ত বিরোধী হইয়া উঠিলেন। এই জন্য স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের সম্বন্ধে যে সমস্ত বাধা ছিল, তাহা আবার ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। আমহার্ষ্টের রাজ্য-শাসনের শেষ দুই বৎসর কোন রূপ গোলযোগের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিল না; মুদ্রাযন্ত্রের সম্বন্ধে সমস্ত অত্যাচার তিরোহিত হইল, এবং সংবাদপত্র সকল শান্ত ভাবে ও নীরবে আপনাদের কার্য্য সাধন করিতে লাগিল।

ইহার পর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন। উদারতা তাঁহার হৃদয়ে নিয়ত বিরাজ করিত। তিনি এখানে আসিয়াই সংবাদপত্র সকলকে হৃদয়ঙ্গম বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন। বেণ্টিঙ্ক্ সংবাদপত্র হইতে কোন রূপ আশঙ্কা করিতেন না, প্রত্যুত উহা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য-কারী সুহৃদ্ বলিয়া জ্ঞান করিতেন; তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, "ভারতবর্ষে কয়েক বৎসর থাকিয়া; আমি সংবাদপত্র হইতেই যত বিষয় জানিতে পারিয়াছি, এত আর কিছুতেই নহে*।" অথচ কেহই এই বেণ্টিকের ন্যায় সংবাদপত্রে অধিক তিরস্কৃত বা অধিক নিন্দিত হয়েন নাই।

এক সময় বেণ্টিঙ্ক্‌কে একটী অসন্তোষকর কার্য্যে হাত দিতে হয়। বিলাতের ডিরেক্টার সভা, সৈনিক কর্ম্মচারিদিগের বাটা কমাইবার প্রস্তাব করেন। বেণ্টিঙ্ক্ এই প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়েন। ইহাতে চারিদিকে মহা গোলযোগ বাধিয়া যায়। সংবাদপত্রের সম্পাদকের স্তম্ভে, পত্র-প্রেরকের স্তম্ভে নানা প্রকার কুৎসা-পূর্ণ প্রবন্ধ ও পত্র প্রকাশ হইতে থাকে। কিন্তু বেণ্টিঙ্ক ইহাতে কিছুমাত্র দৃক্‌পাত করেন নাই, কিম্বা বিরক্ত হইয়া, সংবাদপত্রে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের কোন রূপ বিঘ্ন জন্মান নাই। ক্রমে এই বাটার সম্বন্ধে সাধারণের যে বিরাগ ছিল, তাহা কটুত্তর প্রবন্ধাদি লিখিতে লিখিতেই শেষ হইয়া যায়। সংবাদপত্র অসন্তোষ নিবারণের একটী প্রধান উপায়। কোন বিষয়ে অসন্তোষ জন্মিলে,

---

*"He did not scruple, indeed, to say, after he had been some years in India, that he had learnt more from it than from all the other sources of information which had been open to him since he had assumed the Government of the country" (Kaye's Life and correspondence of Lord Metcalfe II. 139-140.)

সাধারণে সংবাদপত্রে আপনাদের মতামত প্রকাশ করিয়া, সেই অসন্তোষের অনেক লাঘব করিয়া থাকে। সুতরাং হৃদয় যে অসন্তোষে পূর্ণ থাকে কালীর সহিতই ক্রমে তাহা বাহির হইয়া, হৃদয়কে শান্ত ও সন্তুষ্ট করিয়া তুলে। এই অসন্তোষ আর সবেগে বা সতেজে প্রকাশ পাইয়া, কোন রূপ হাঙ্গামার কারণ হয় না। এই জন্য সংবাদপত্রের স্তম্ভে কোন অসন্তোষকর লেখা দেখিলেই, একবারে এক আঘাতে সমস্ত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নষ্ট করা অবিবেচনার কাজ। বেণ্টিঙ্ক নীরবে ধীরভাবে সংবাদপত্রের কার্য্য দেখিতে লাগিলেন, নীরবে ধীরভাবে তাঁহার মতামত শুনিতে লাগিলেন, এবং নীরবে ধীরভাবে আপনার কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি আডামের ন্যায় কোন রূপ কঠোর বিধি অবলম্বন করিয়া, স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের ব্যাঘাত জন্মাইলেন না। ইহার পর ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে যখন বিলাতের ডিরেক্টার সভার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আসিয়া পৌঁছিল, সভা যখন অর্দ্ধ বাটার বিরুদ্ধে সমস্ত আপিল রহিত করিয়া, আপনাদের রায় বহাল রাখিলেন এবং সাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত যখন এই সমস্ত কাগজ পত্র প্রকাশ করিবার সময় হইল; তখন বেণ্টিঙ্ক একটী গভীর ভাবনায় নিমগ্ন হইলেন। এই সমস্ত কাগজ প্রকাশিত হইলে সংবাদপত্র সকল পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলবেগে গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিবে, এবং ডিরেক্টারদিগের সভাকে সাধারণের নিকট অপদস্থ ও অসম্মানিত করিয়া তুলিবে; সুতরাং সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা উচিত কিনা, বেণ্টিঙ্ক তাহা ভাবিতে লাগিলেন। অনেক ভাবনা ও চিন্তার পর শেষ সিদ্ধান্ত স্থির হইল। বেণ্টিঙ্ক আডামের ন্যায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

এই সময়ে স্যার চার্লস্ মেটকাফ্ ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মেটকাফ্ তাঁহার একজন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "আমি যদি রাজ্যের অধিপতি প্রভু বা কর্ত্তা হই তাহা হইলে নিশ্চয়ই সংবাদপত্র সমুদয়কে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে দিব।" এক্ষণে সেই পাঁচ বৎসরের সিদ্ধান্ত মেটকাফের হৃদয় হইতে দূর হইল না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইবে জানিয়া, মেটকাফ্ স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বেণ্টিঙ্কের মতের বিরুদ্ধে, নিম্নলিখিত ভাবে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেনঃ—

"সৈনিক কর্ম্মচারিগণ ডিরেক্টার সভায় অর্দ্ধ বাটার সম্বন্ধে যে আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন, সেই বিষয়ে উক্ত সভার সমুদয় কাগজ পত্র প্রকাশ হওয়ার সময়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, আমি নিতান্ত দুঃখিত হইলাম।

আমার বিবেচায় ইহাতে সাধারণের মনে একটী নূতন বিরাগ উপস্থিত হইবে। এরূপ বিরাগ উপস্থিত করা নিতান্ত অনাবশ্যক।

অনেক দিন হইতে সাধারণকে গবর্ণমেণ্টের সমুদয় বিষয়ই আলোচনা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে ডিরেক্টারদিগের পূর্ব্বকার আদেশ হইতে এক্ষণকার আদেশে এমন কিছুই প্রভেদ দেখিতে পাইলাম না যে প্রথমটীতে যেমন আন্দোলন করিতে দেওয়া হইয়াছে, অপরটীতে তেমন দেওয়া হইতে পারে না।

আমার মতে অর্দ্ধ বাটার সম্বন্ধে যে আন্দোলন করিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহার ফল ভালই হইয়াছে। তাহাতে একটী নিতান্ত অসন্তোষকর কার্য্যের উপর সাধারণের মত প্রকাশ হইয়াছে; এবং যাহারা ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহারা মনে মনে ইহাই বুঝিয়াছে যে, তাহাদের অসন্তোষের কারণ সকলেই জানিতে পারিয়াছে। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ হইতে এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে।

আমার বিবেচনায় অন্য একটী নূতন অসন্তোষের সূত্রপাত করা অপেক্ষা যাহার যে মত তাহা প্রকাশ করিতে দেওয়াই উচিত।

উপস্থিত বিষয়ে যাহা প্রকাশ হইয়াছে, আমার মতে তাহা অপেক্ষা আর অধিক কিছু ক্ষতিকারক প্রকাশ হইতে পারে না। সৈনিকদিগের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা গিয়াছিল, এক্ষণে তাহার হ্রাস হইয়াছে। তাহাদের অভিযোগ শুনা হইয়াছে, তাহাদের যুক্তি ক্ষয় হইয়াছে, এবং তাহাদের মূল বিষয় পুরাতন হইয়া গিয়াছে। ডিরেক্টারগণ যে এরূপ আদেশ দিবেন, তাহা বোধ হয় সকলেই জানিত। এক্ষণে ঐ আদেশপত্র প্রচার করিলে সংবাদপত্রে যে সকল পত্র বাহির হইবে, তাহাতে যে কোন ক্ষতি হইবে, এমন বোধ হয় না। কিন্তু এবিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে না দিলে আর একটী নূতন অসন্তোষ উপস্থিত হইবে, এবং একটী নূতন অভিযোগ বর্ত্তমান থাকিবে।

* * * * *

অপকার অপেক্ষা উপকারের পরিমাণ অধিক দেখিয়া, আমি সর্ব্বদাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অনুমোদন করিয়া আসিয়াছি, এবং এক্ষণেও উহার অনুমোদন করিতেছি।

আমি স্বীকার করি, প্রজাগণের অন্যান্য স্বাধীনতার ন্যায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাতেও সময় বিশেষে হস্তক্ষেপ করা উচিত। কিন্তু উপস্থিত বিষয়ে ওরূপ হাত দেওয়া আমার মতে উচিত বোধ হয় না। যখন দুই দিকেই গবর্ণমেণ্টের বিপদের সম্ভাবনা, তখন স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করিতে দেওয়া অপেক্ষা না দেওয়াতেই অধিকতর বিপদ সম্ভবিতে পারে; কারণ, স্বাধীনতার স্রোত প্রবাহিত থাকিলে দূষিত পদার্থ গুলি সহজেই নির্গত হইয়া যায়। সাধারণের চিন্তা ও সহানুভূতির গতি রোধ করা অসম্ভব। আমার বিবেচনায় সাধারণের অসন্তোষ সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে দেওয়াই উচিত; না দিলে, ঐ অসন্তোষ একরূপ স্থায়ী হইয়া উঠে, এবং সময় বিশেষে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় যে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন, মুদ্রাযন্ত্র হইতে যাহা বাহির হয়, তাহার জন্য সেই গবর্ণমেণ্টই দায়ী থাকেন। কলিকাতার সংবাদপত্র-সমূহে রাজপুরুষদের অনেক নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের কেহ এই বিষয়ে অভিযোগ করাতে তাঁহাকে আমরা এই ভাবে উত্তর দিয়াছি যে, গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। ভারতবর্ষে কোন বিদেশীয় অধিকারের শাসন-কর্ত্তাকে পত্র লিখিবার সময়েও বোধ হয়, আমরা এই ভাব প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে আমরা কি প্রকারে, এক সময়ে এই রূপ বলিয়া অন্য সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মাইবে।"

এই লিপির ভাষা প্রাঞ্জল, ভাব সরল এবং যুক্তি সুশৃঙ্খল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে তেজস্বিনী লেখনী হইতে যে সরল ভাবে যে সরল ভাষা নির্গত হইয়াছিল, পাঁচ বৎসর পরেও সেই তেজস্বিনী লেখনী হইতে সেই সরল ভাবে সেই সরল ভাষা নির্গত হইল: "আমি সর্ব্বদাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অনুমোদন করিয়া আসিয়াছি, এবং এক্ষণেও উহার অনুমোদন করিতেছি।"

মেটকাফ্ বিশেষ দক্ষতার সহিত আপনার এই উদার ও সরল মত রক্ষা করিয়া আসিতে লাগিলেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের বসন্ত কালে তিনি

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি সভাপতি হয়েন। এই সময়ে কলিকাতার একখানি সংবাদপত্র বোম্বাইয়ের গবর্ণরের কোপ-দৃষ্টিতে পড়ে। গবর্ণর এজন্য সেই কাগজের সম্পাদককে বল পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করাইতে নচেৎ তাঁহার সম্পাদিত পত্রের স্বাধীনতা লোপ করিতে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নিকট এক খানি পত্র লিখেন। স্যার চার্লস মেট-কাফ্ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধ্যক্ষ থাকাতে এই পত্রের একখানি প্রতিলিপি তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। সুতরাং বোম্বাই গবর্ণরের প্রার্থনা-পূরণের ভার মেট্‌কাফের উপরেই পড়ে। কিন্তু মেটকাফ্ এতদিন যে মত পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, সে মত পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার হৃদয় কোন রূপ কাতরোক্তিতে কোনরূপ বিনয়-বাক্যে অবনত হইয়া পড়িল না। বোম্বাই গবর্ণরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। মেট্‌কাফ্ অটল পর্ব্বতের ন্যায় অটল হইয়া রহিলেন।

ইহার পরে ও দুই বৎসর কাল, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এ সময়েও সংবাদপত্র সকল স্বাধীন ভাবে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে থাকে। কোন রূপ নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়া এই স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মায় নাই। মন্ত্রিসভা আডামের প্রবর্ত্তিত আইন রদ করিবার জন্য তখন কতিপয় নিয়ম প্রস্তুত করিবার আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই। যাহাহউক; এই সময়ে কলিকাতার লোকে মুদ্রাযন্ত্রের সুব্যবস্থা করিতে বিশেষ উৎসুক হয়েন, এবং ১৮৩৪—৩৫ অব্দের শীতকালে যখন সার চার্লস মেটকাফ্ এলাহাবাদে রওনা হয়েন, তখন সকলে, জন আডাম মুদ্রা-যন্ত্রের সম্বন্ধে যে সমস্ত আইন করিয়া গিয়াছেন, তাহা রদ করিবার জন্য গব-র্ণর জেনারেলের নিকটএক খানি আবেদন সমর্পণ করেন। ১৮৩৫ অব্দের ২৭এ জানুয়ারি এই আবেদন গবর্ণর জেনারেলের নিকট পৌঁছে। গবর্ণর জেনারেল আবেদনকারিদিগকে উত্তর দেন, "মুদ্রাযন্ত্রের সম্বন্ধে পূর্ব্বকার অসন্তোষ-কর আইন মন্ত্রিসভার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। গবর্ণর জেনারেলের বিশ্বাস এই যে, অল্প সময়ের মধ্যেই এ বিষয়ে একটী স্বতন্ত্র নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে সকলেই গম্ভীর ভাবে সাধারণ বিষয়ে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন, এবং তাহা সকল রকম অন্যায় দোষারোপ ও বিদ্রোহ-সূচক ভাব হইতে গবর্ণমেণ্ট্‌কে রক্ষা

করিবে।" কিন্তু এই "অল্প সময়ের মধ্যে"ই লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ স্বদেশে যাত্রা করেন, এবং সার চালর্স মেট্‌কাফ্ তাঁহার স্থলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধ্যক্ষ হয়েন।

মেট্‌কাফ্ এক্ষণে "অধিপতি, প্রভু ও কর্ত্তা।" হইলেন। সুতরাং এত কাল তিনি সুযোগ দেখিতেছিলেন, তাহা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। মেট্‌কাফ্ কাল বিলম্ব করিলেন না। লেখক-চূড়ামণি মেকলে এই সময়ে মন্ত্রিসভার সভ্য ছিলেন; তিনিও মেট্‌কাফের মতে সায় দিলেন। সুসময় সম্মুখবর্ত্তী হইল, অধিপতি প্রভু ও কর্ত্তা ও প্রস্তুত হইলেন। এপ্রেল মাসে মুদ্রাযন্ত্রের সম্বন্ধে আইন লিপি-বদ্ধ ও প্রকাশিত হইল। ১৮২৩ অব্দে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীতে এবং ১৮২৫ ও ১৮২৭ অব্দে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে মুদ্রাযন্ত্রের সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম করা হয়, তাহা এই আইনে রদ হইয়া গেল। এই আইনের স্থূল মর্ম্ম এইঃ—ব্রিটীষ রাজ্যে যে সমস্ত সংবাদপত্র আছে বা হইবে, তাহার মুদ্রাকর ও প্রকাশকদিগকে, যে যে বিভাগে ঐ সমস্ত সংবাদপত্র বাহির হইবে, সেই সেই বিভাগের মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া, আপনাদের নাম ধাম প্রকাশ করিতে হইবে। এই অবধি সমস্ত মুদ্রিত পুস্তক, পত্রিকা ও কাগজাদিতেই মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম থাকিবে। যাহার মুদ্রাযন্ত্র থাকিবে তাহাকেই যথা নিয়মে এ বিষয় স্বীকার করিতে হইবে। যে এই আইনের কোন ধারায় বিরুদ্ধে কায করিবে, তাহারা জরিমানা ও কারাবাসের দণ্ড পাইবে। সংবাদপত্রাদির প্রকাশক ও মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারীর নাম ধাম প্রকাশ করা ব্যতীত নূতন আইন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় অন্য কোন রূপে হস্তক্ষেপ করিবে না।

প্রস্তাবিত আইন প্রচলিত হওয়াতে এই একটী মহৎ ফল হইল যে, যিনি যাহা কিছু ছাপাইবেন, সে বিষয়ের দায়িত্ব তাঁহারই রহিল; অর্থাৎ একজনেই মুদ্রণ-সংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ের দায়ী না হইয়া সকলেই আপন আপন বিষয়ের জন্য দায়ী রহিলেন; সুতরাং সকলেই আপনার দায়িত্ব বুঝিয়া পুস্তক ও সংবাদপত্রাদিতে স্বাধীনভাবে আপন আপন মত প্রকাশ করিতে ক্ষমতা পাইলেন।

এই আইন সকলেরই বিশেষ সন্তোষ জন্মাইল, সকলেই এই আইনে সুখী ও প্রফুল্ল হইয়া মেট্‌কাফের নিকট আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতে

অগ্রসর হইল। কলিকাতায় সম্ভ্রান্ত ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয় সকলেই এই উপলক্ষে একটী প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইলেন। বিশেষ যত্ন ও বিশেষ মনোযোগের সহিত একখানি অভিনন্দন পত্র প্রস্তুত হইল। সকলেই একমত হইয়া এই পত্রের অনুমোদন করিলেন, এবং সকলেই একমত হইয়া এই পত্র মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-দাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মেট্‌কাফ্‌ এই অভিনন্দন পত্র পাইয়া, কোন আড়ম্বর করিলেন না, তিনি বীরতা, উদারতা ও যুক্তির সহিত অভিনন্দন-পত্রের উত্তর দিলেন। আমরা স্থানাভব বশতঃ এই উত্তরের সমুদয় অংশ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। আবশ্যক বোধে এক অংশ মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহারা ভারতবর্ষকে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিতে সম্মত, তাঁহাদের মতের সম্বন্ধে মেট্‌কাফ্‌ এই রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেনঃ—

"তাঁহারা যদি বলেন, ভারতবর্ষীয়েরা জ্ঞানলাভ করিলে আমাদের রাজত্ব নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে ইহাই বলিতে চাই যে, পরিণামে যাহাই হউক না কেন, ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভারতবর্ষকে ব্রিটীষ সাম্রাজ্যের একটী স্থায়ী অংশ করিতে হইলেই যদি ইহার অধিবাসিদিগকে অজ্ঞানাবস্থায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের রাজত্ব ভারতবর্ষের পক্ষে অভিসম্পাত হইবে। এরূপ রাজত্বের শেষ হওয়াই উচিত।

"কিন্তু আমি অজ্ঞানাবস্থাতেই অধিক ভয়ের কারণ দেখিতে পাই। ভারতবর্ষীয়েরা জ্ঞান লাভ করিলে আমাদের রাজত্ব আরও দৃঢ় হইবে, কুসংস্কার দূর হইবে, পরস্পরের শত্রুতা বিনষ্ট হইবে, এবং আমাদের শাসনের উপকারিতা সকলেই বুঝিতে পারিবে। অধিকিন্তু ইহাতে ভারতবাসী ও ইংরেজ সকলেই পরস্পর নিকটতম সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে, এবং পরস্পরের মধ্যে যে অনৈক্য আছে, তাহার হ্রাস হইয়া যাইবে। ভারতের ভবিষ্যৎ রাজত্ব-সম্বন্ধে সর্ব্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহাই হউক না কেন, যত দিন শাসন-কার্য্য আমাদের হস্তে ন্যস্ত আছে, তত দিন প্রজাদের মঙ্গল সাধন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানোন্নতি করাই এই কর্ত্তব্য কর্ম্মের সার অংশ এবং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দানই কর্ত্তব্য কর্ম্মের সার অংশ সম্পাদনের প্রধান উপায়। কেবল রাজস্ব আদায় করিতে, সেই রাজস্ব আদায়ের জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে, এবং যখন অনটন পড়িবে, তখনই ধার

করিতে, ভারতবর্ষে আমাদের থাকা কথনই জগদীশ্বরের অনুমোদিত হইতে পারে না। আমরা ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কার্য্যসাধনের জন্য এখানে রহিয়াছি। ভারত-ক্ষেত্রে ইউরোপের জ্ঞান ও সভ্যতা, বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রচার করা এবং তদ্দ্বারা প্রজাদের অবস্থার উন্নতি করাই এই উচ্চতর কার্য্যের একটী। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা থাকিলে যেমন এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, তেমন আর কিছুতেই নহে।"

এই রূপ উদার মত পোষণ করিয়া সার চার্লস্ মেটকাফ্ মুদ্রাযন্ত্র সমুদয়কে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে দেন। বসন্তকালে এই স্বাধীনতার পক্ষে নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয়, এবং শরৎকালে তদনুসারে কার্য্য হইতে থাকে। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, ১৮৩৫ অব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ হয়। ভারতের ইতিহাসে ইহা একটী প্রধান দিন, এবং ভারতে ইংরেজগবর্ণমেণ্টের উচ্চতর কার্য্যসাধনের ইহা একটী প্রধান সাক্ষী। কলিকাতাবাসিগণ এই প্রধান ঘটনার সাক্ষীভূত প্রধান দিনের কোন স্মরণ-চিহ্ন স্থাপনের জন্য উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে চাঁদা করিয়া অর্থ সংগ্রহ হইতে লাগিল, এবং সংগৃহীত অর্থে ভাগীরথীর তীরে একটী সুপ্রশস্ত সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। সাধারণের ব্যবহারার্থ ইহাতে একটী পুস্তকালয় করা গেল। মেট্‌কাফের প্রস্তরময়ী অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি এই পুস্তকালয় সুশোভিত করিল; "১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বরে সার চার্লস্ মেটকাফ্ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দিয়াছেন," এই মর্ম্মে একখানি খোদিত লিপি (Inscription) এই সাধারণ পুস্তকালয়ে রহিল, এবং মেট-কাফের চিরস্মরণীয় নামে এই অট্টালিকার নাম "মেটকাফ্‌হল" হইল। এক্ষণে এই মেটকাফ্‌হলের প্রবেশ-পথে সার চার্লস মেটকাফের প্রতিমূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে, এবং এক্ষণে এই মেটকাফ্‌হলের অনন্ত পুস্তক ও পত্রিকারাশি সাধারণের মধ্যে জ্ঞানালোক প্রসারিত করিয়া সার চার্লস্ মেটকাফের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি উজ্জল হইতে উজ্জলতর করিতেছে।

এই রূপে বহু বিতর্ক বহুচেষ্টার পর মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা স্থাপিত হইল, এই রূপে বহু কাল বহু নিগ্রহ সহ্য করিয়া, সংবাদপত্র-সমূহ স্বাধীন ভাবে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে লাগিল। এই স্বাধীনতা ব্রিটিষ অধিকারস্থ বাঙ্গালা, ইংরেজী প্রভৃতি সমুদয় ভাষার সমুদয় পুস্তক ও পত্রিকার উপরই প্রবর্ত্তিত হয়। মুদ্রাযন্ত্রের এই স্বাধীনতায়

আমাদের দেশের অনেক উপকার হইয়াছে। ইহাতে সংবাদপত্র সকল ক্রমেই পরিপুষ্ট ও উন্নত হইয়া সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার যে এত দূর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের যে এত দূর উন্নতি হইতেছে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাই তাহার প্রধানতম কারণ। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা না থাকিলে, সংবাদপত্র সকল কূর্ম্ম অথবা শীত-সঙ্কুচিত বৃক্ষের ন্যায় আপনাতেই আপনি লুক্কায়িত থাকিত, ইহা কখনও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিয়া সমাজের উপকার কি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগের আকর্ষণ করিতে পারিত না।

রাজ্যের মঙ্গল-কামনা এবং রাজশক্তি নিরাপদ রাখাই ভারতবর্ষীয় সংবাদ-পত্রের এক মাত্র ব্রত। ইহাতে যাহা লেখা হয়, তাহা ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল উদ্দেশেই লিখিত হইয়া থাকে। কোনও সংবাদপত্র ইচ্ছা করিয়া আপনাদের এই ব্রত হইতে স্খলিত হয় না। যাহারা সংবাদপত্রকে কোন বিষয়ে কোন রূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে দেখিলে ভয়ে অভিভূত হয়েন, এবং ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া সমস্ত সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা মানব প্রকৃতির তত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। উন্নতি-কামনাই অসন্তোষের প্রসূতি, এবং মঙ্গল-ইচ্ছাই অসন্তোষের ধাত্রী। কোন বিষয়ে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখিলেই সংবাদপত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে। এই অসন্তোষ, উন্নতি-কামনায় ও মঙ্গল-ইচ্ছাতেই প্রকাশ পায়। সংবাদপত্রকে কোন বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ [illegible]রিতে দেখিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সেই বিষয়ের জন্য সাধারণের [illegible]নিষ্ট হইতেছে, এবং সাধারণে তাহাতে কষ্ট বোধ করিয়া রোদন করি-[illegible]; রাজা সেই অনিষ্টের প্রতিবিধান করেন, এবং সাধারণকে প্রফুল্ল [illegible]রণের অবস্থা উন্নত করেন, ইহাই সংবাদপত্রের ইচ্ছা। এই রূপে [illegible]মন সংবাদপত্র দ্বারা সাধারণের অবস্থা অবগত হয়েন, সাধারণেও [illegible]বাদপত্র দ্বারা রাজার নিকট আপনাদের দুঃখ জানাইয়া প্রতী-[illegible] করে। সুতরাং সংবাদপত্র রাজা ও প্রজা উভয়েরই হিত-[illegible]বং অসন্তোষ রাজা ও প্রজা উভয়েরই উন্নতি-কামনা ও [illegible]ম্পদ সন্তান।

[illegible]বাদপত্র না বুঝিয়া গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের প্রতি [illegible]বা না বুঝিয়া শাসন সংক্রান্ত কোন কর্ম্মচারীর প্রতি

অথবা অপবাদ দেয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। সেই সংবাদপত্রই এই অন্যায় দোষারোপ ও মিথ্যা অপবাদের জন্য সাধারণের নিকট নিন্দিত ও তিরস্কৃত হইয়া থাকে। সাধারণে সেই সংবাদপত্রের প্রতি কখনও আস্থা দেখায় না, এবং কখনও তাহার মতে সায় দিয়া, কোন কার্য্যে অগ্রসর হয় না। সুতরাং সমাজে তাহার সম্মান থাকে না, আদর থাকে না এবং ক্ষমতা থাকে না। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এক্ষণেও বলিতেছি, সংবাদপত্রের কোন আক্রমণ, কোন অসন্তোষ, বা কোন বিরাগ দীর্ঘ-কাল-স্থায়ী হইয়া কোনও অনিষ্টের সূত্রপাত করে না। এই আক্রমণ কয়েকটা কঠোর কথাতেই নষ্ট হয়, এই অসন্তোষ কালীর সহিতই তরলিত হইয়া বাহির হইয়া পড়ে, এবং এই বিরাগ দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিতই নিঃশেষিত হইয়া যায়। ইহা হইতে কোনও স্ফুলিঙ্গ উঠিয়া অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করে না, এবং ইহা কখনও তুষানলের ন্যায় অদৃশ্য ভাবে আপনার গতি প্রসারিত করিয়া রাজ-শক্তির মূল দেশ ক্ষয় করিয়া ফেলে না।

এই জন্য পরিণামদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না, অথবা স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মান না। ১৮৩৫ অব্দে সার চার্লস মেটকাফ্ যে স্বাধীনতার সূত্রপাত করেন, তাহা দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতে থাকে। মধ্যে সিপাহিযুদ্ধের সময়ে লর্ড ক্যানিং কিছু কাল সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ রাখেন। সেই সঙ্কটাপন্ন সময়ে—যখ[...] ব্রিটীষ-শাসনের মূল ভিত্তি কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, অনন্ত-প্রবাহ শোণিত-স্রো[...] ভারতবর্ষ প্লাবিত হইয়াছিল, আতঙ্ক, ভয় সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছিল-[...] বিঘ্ন বিপত্তির অন্ধকারময় ভীষণ কালে ধীরপ্রকৃতি ও উদারম[...] ক্যানিং রাজশক্তি নিরাপদ ও রাজনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য [...] কাল সংবাদপত্র সমুদয়কে একটা বিশেষ আইনের অধীনে রা[...] পর আর কোন রূপ আইন বিধিবদ্ধ হইয়া, মুদ্রাযন্ত্রকে পরাধী[...] আবদ্ধ করে নাই। সুতরাং মূলতঃ বলিতে গেলে প্রায় [...] মুদ্রাযন্ত্র সকল স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তমান অব্দের ১৪ই মার্চ্চ যে আইন অ[...] মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে[...]

ক সভার এক অধিবেশনেই বিধিবদ্ধ হয়। জন আডাম যেমন বাঙ্গালা, ইংরেজী প্রভৃতি ব্রিটীষ কোম্পানীর অধিকারস্থ সকল ভাষার সংবাদপত্রের জন্যই কঠোর বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ব্যবস্থাপকগণের আইন সে রূপ সমুদয় ভাষার উপর বর্ত্তে নাই। ইহা রাজভাষা ইংরেজীকে বাদ দিয়া বাঙ্গালা, হিন্দি, প্রভৃতি ব্রিটীষ ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার নিয়ামক হইয়াছে, অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহা লিখিত হইবে তাহার উপর এই আইন বর্ত্তিবে না; বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় যাহা লিখিত হইবে, তাহার উপরই এই আইন আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিবে। এই মারাত্মক ৯ আইনের মর্ম্ম এই:—

"ব্রিটীষ ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষার কোন সংবাদপত্র পুস্তক বা কাগজাদিতে, গবর্ণমেণ্টের প্রতি সাধারণের অভক্তি জন্মাইবার, সাধারণ শান্তি নষ্ট করিবার কিম্বা গবর্ণণ্টের কোন কর্ম্মচারীর কোন কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত কোন কথা, দৃশ্য বা ছবি থাকিলে যে ছাপাখানায় ঐ সংবাদপত্র, পুস্তক ও কাগজাদি ছাপা হয়, তাহার সমস্ত সরঞ্জাম গবর্ণমেণ্টের পক্ষে জব্দ হইবে। সমস্ত দেশীয় সংবাদপত্রের মুদ্রাকর (প্রিণ্টার) ও প্রকাশককে জেলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা রাজধানীর পুলিষ কমিশনারের নিকট উপস্থিত হইয়া, নিয়মিত টাকা গচ্ছিত রাখিয়া, এক একখানি প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে। ঐ সকল সংবাদপত্রের কোন খানিতে রাজ-ভক্তির বিরুদ্ধে, সাধারণ শান্তির বিরুদ্ধে অথবা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম-চারিগণের শাসন-কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কথা লেখা হইলে, সেই সংবাদপত্রের মুদ্রাকর (প্রিণ্টার) ও প্রকাশক, জেলার মাজিষ্ট্রেট অথবা পুলিষের কমিশনারের নিকট যে টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছেন, তাহা বাজেয়াপ্ত হইবে।"

এই আইনের মূল উদ্দেশ্য অনিষ্টের নিবারণ: গবর্ণমেণ্ট কহিয়া থাকেন, দেশীয় সংবাদপত্র অজ্ঞান ও বিদ্যাহীন বহুসংখ্য লোকের মধ্যে পঠিত হয়, সুতরাং এই সমস্ত সংবাদপত্রের কোন কুপ্রবৃত্তিতে অজ্ঞান ও বিদ্যাহীন বহুসংখ্য লোকে সাধারণ শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে, এই আশঙ্কায় কর্ত্তৃপক্ষ উপস্থিত আইনের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় কর্ত্তৃপক্ষের এই আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক, এবং উপস্থিত আইনও নিতান্ত অযোগ্য। ভারতবর্ষের সাধারণ লোকে আজও অজ্ঞানের গাঢ়

অন্ধকারে আচ্ছন্ন আছে। এক বাঙ্গালাদেশে যে দিন সার জর্জ ক্যাম্বে
সাধারণের মধ্যে বিদ্যা শিক্ষার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই ছয়
বৎসরে বা তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক সময়ের মধ্যে সাধারণে এমন
শিক্ষিত হয় নাই যে, তাহারা সংবাদপত্র সকল পড়িতে ও বুঝিতে পারে।
বাগ্মিশ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্র নাথ যথার্থ ই বলিয়াছেন, "আমরা এখনও এমন সুখময়
সময়ে উপনীত হই নাই, যে সময়ে দেখিবে গ্রামের কৃষকগণ এক হস্তে
লাঙ্গল ধরিয়াছে অপর হস্তে 'সুলভ সমাচার' লইয়া পাঠ করিতেছে।" দেশীয়
সংবাদপত্রের পাঠক, ও লেখক উভয় সম্প্রদায়ই সদ্বিদ্বান, সুরুচি-সম্পন্ন
ও অভিজ্ঞ ; সুতরাং ইঁহাদের দ্বারা শান্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।
ইঁহাদিগকে অনভিজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিলেও বর্ত্তমান আইনের কোন
আবশ্যকতা দেখা যায় না ; যেহেতু গবর্ণমেণ্ট ইহাদের রাজভক্তির সম্বন্ধে
কোন রূপ সন্দেহ করেন না। যাঁহারা রাজভক্ত; সংবাদপত্র কখনও তাহা
দিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে পারে না। যদি কোন সংবাদ
পত্রের কোন রূপ কুপ্রবৃত্তি দেখা যায়, অথবা যদি কোন সংবাদপত্র সাধারণ
শান্তির বিঘ্ন জন্মাইবার চেষ্টা পায়, তাহা হইলে ফৌজদারী আইন অনুসারে
অনায়াসে তাহার নিবারণ হইতে পারে। ফৌজদারী আইন দণ্ড বিধান
করে এবং ৯ আইন অনিষ্টের নিবারণ করে, যাঁহারা মোটামুটি এই পার্থক্য
দেখাইয়া উপস্থিত আইনের সমর্থন করেন, আমরা তাঁহাদের সহিত
এক মত নহি। দণ্ড বিধানের মূল উদ্দেশ্য ও অনিষ্টের নিবারণ। চোর
চুরী করিয়াছে; রাজা তাহার কারাবাস বা অর্থ দণ্ড করিলেন। এই দণ্ড
কেবল ব্যক্তি বিশেষকে যাতনা দিবার জন্য দেওয়া হইল না। সাধা-
রণকে চুরীর অনিষ্টকারিতা বুঝাইবার জন্য এবং সাধারণের মধ্যে
চুরীর নিবারণের জন্য, এই দণ্ড প্রয়োজিত হইল। সুতরাং ৯ আইন
যে অনিষ্টের নিবারক হইয়াছে, সেই অনিষ্টের নিবারণ ফৌজদারী
দণ্ডবিধি দ্বারাও হইতে পারে। এই জন্যই বলিতেছি, কর্ত্তৃপক্ষ অমূলক
আশঙ্কা করিয়া অযোগ্য আইনের সৃষ্টি করিয়াছেন।

উপস্থিত আইন আমাদের প্রতি একটী গভীর কলঙ্কের আরোপ
করিয়াছে। সুখ ও শান্তির মঙ্গলময় রাজ্যে, সন্তোষ ও সমৃদ্ধির সুধাময়
শাসনে গবর্ণমেণ্ট যখন ভারতবাসীর চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করিয়া, এই
আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন ; তখন ইহাই বুঝাইতেছে, ভারতবাসী রাজ-

ভক্তি-শূন্য, ভারতবাসী রাজার প্রতি অবিশ্বাসী এবং ভারতবাসী সাধারণ শান্তির বিরোধী। একশত বৎসরেরও অধিক কাল ব্রিটীষ শাসনের অসীম প্রতাপের আশ্রয়ে থাকিয়া, এবং ব্রিটীষ সভ্যতার ও ব্রিটীষ নীতির নিকট মস্তক অবনত রাখিয়া, আজ ভারতবর্ষ রাজভক্তি-শূন্য বলিয়া কলঙ্কিত হইয়াছে, আজ ভারতবর্ষ রাজার প্রতি অবিশ্বাসী বলিয়া দুষিত হইয়াছে, হায়! আজ ভারতবর্ষ সাধারণের নিকট আপনার রাজভক্তি সপ্রমাণ করিতে অগ্রর হইয়াছে। যে জাতির আদিকাব্য রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, যে জাতির জ্ঞানকাণ্ড শান্তির মহিমা ঘোষণা করিয়াছে, যে জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র রাজাকে মহতী দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, যে জাতি পিণ্ডারী যুদ্ধের সময়ে উপাস্য দেবতার নিকট ভক্তিভাবে যোড় করে ব্রিটীষ রাজের বিজয় প্রার্থনা করিয়াছে, প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময় তাঁহার আরোগ্য কামনা করিয়াছে; ডিউক অব্ এডেনবরা এবং প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের শুভাগমনে ভক্তির এক শেষ দেখাইয়াছে, এবং যে দিন ভারতের ললাটমণি বিক্টোরিয়ার "রাজরাজেশ্বরী" পদ-গ্রহন-সময়ে একই উৎসব, একই আহ্লাদের স্রোতে হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সমস্তই ভাসাইয়া দিয়াছে, সেই জাতি আজ রাজ-ভক্তি-শূন্য, সেই জাতি আজ রাজার প্রতি অবিশ্বাসী! যে জাতি নাড়িলেও নড়ে না, শত আঘাতেও বেদনা বোধ করে না, শীত, গ্রীষ্ম, কিছুতেই স্পন্দিত হয় না, সেই জাতি আজ সাধারণ শান্তির বিরোধী! হা জগদীশ্বর! ইহা অপেক্ষা মিথ্যা অপবাদ আর কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা অনুচিত কলঙ্ক আর কি সম্ভবে? কে ভাবিয়াছিল "ভারতের দুঃখ-দগ্ধ হৃদয়ে" সহসা এমন অভূতপূর্ব্ব তীব্র কুঠারাঘাত হইবে? কে ভাবিয়াছিল এই গুন-গ্রাহী সুসভ্য যুগে এমন অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ে পাপ ও কলঙ্কের মূর্ত্তি প্রতিফলিত করিবে?

ন্যায়ের অনুরোধে, সত্যের অনুরোধে শত বার বলিব যে, আমরা কখনও রাজ-ভক্তি-শূন্য নহি। সার্ জর্জ্জ কাম্বেল, স্যর রিচার্ড টেম্পল প্রভৃতি শাসনকর্ত্তৃগণ মুক্তকণ্ঠে আমাদিগকে রাজ-ভক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে সমস্ত দেশীয় সংবাদপত্রের অংশ দেখিয়া বর্ত্তমান আইন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার কোথাও অভক্তির ছায়া নাই। যে ভাবে

এই সকল সংবাদপত্রের অংশ বিশেষ অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহা দ্বার ঐ সমস্ত সংবাদপত্রের প্রকৃত মত বুঝিতে পারা যায় না। মূল প্রবন্ধ পড়িলে এক ভাব বুঝা যায়; অনুবাদ পড়িলে আর এক ভাব বুঝ গিয়া থাকে। এই রূপ অসম্পূর্ণ অনুবাদ দেখিয়া সাধারণের জন একটী আইন প্রস্তুত করা যে কতদূর অসঙ্গত হইয়াছে, বলিয়া শেষ কর যায় না।

এই আইন অনুসারে কোন রূপ প্রকাশ্য বিচার হইবে না। অতএব প্রকাশ্য বিচার ব্যতীত অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া যাইবে, এবং মুদ্রাযন্ত্র জামানতি টাকা প্রভৃতি সমস্তই সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। আবা বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা এই, মাজিষ্ট্রেট্ দিগের হস্তে এই ভার সমর্পিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক মাজিষ্ট্রেটই ফরিয়াদীর, বিচার কের এবং মোকদ্দমা চালাইবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেশীয় সংবাদপত্র সমূহ অনেক সময়ে মাজেষ্ট্রেট্ দিগের অত্যাচার ও অবিচার প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়, এক্ষণে মাজিষ্ট্রেটের হস্তে বিচার-ভার থাকাতে সংবাদপত্র সকল একবার জড় সড় হইয়া থাকিবে, ঘোরতর অত্যাচার, অবিচার হইলেও মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে সাহস পাইবে না, সুতরাং সমাজ স্পন্দ রহিত হইবে, এবং বাগ্‌যন্ত্রের গতি নষ্ট হইয়া যাইবে। রাজাও প্রজাদে দুরবস্থা জানিয়া, সুবিচার ও সুশাসনের পরিচয় দিতে পারিবেন না প্রজারাও আপনাদের দুঃখ জানাইয়া, রাজার নিকটে প্রতীকার প্রার্থনা করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষ ভয়, আতঙ্ক, অজ্ঞান ও কুসংস্কারে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিবে।

এই আইনে কেবল যে সংবাদপত্র সকলেরই মুখ বন্ধ হইবে, তাহা নহে। দেশীয় ভাষায় ভাল ভাল পুস্তক ও ভাল ভাল পত্রিকাদির প্রকাশেও ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে। বর্ত্তমান আইনের দশ ধারায় লিখিত আছে, "ব্রিটীষ ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় যে সমস্ত পুস্তক, পুস্তিকা, জ্ঞাপন-পত্র কি বড় ফর্দ্দ প্রভৃতি মুদ্রিত হইবে, তাহাতে যদি রাজভক্তি ও সাধারণ শান্তির বিরুদ্ধে কোন কথা দৃশ্য, বা ছবি থাকে, তাহা হইলে সেই পুস্তকাদি যে মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হইয়াছে, তাহার সমস্ত সরঞ্জাম সর কারে বাজেয়াপ্ত হইবে।" এই কঠোর ও অন্যায় বিধান বলবৎ থাকিলে অনেক মুদ্রাকর (প্রিন্টার) ভাল ভাল পুস্তকাদিও মুদ্রিত ও প্রচারিত

রিতে সাহসী হইবে না। রাজপুরুষগণ একে আপনাদের বিবেচনায়
পর নির্ভর করিয়া, প্রকাশ্য বিচার ব্যতীত দোষ সাব্যস্ত করিবেন; এবং
দ্রাযন্ত্রের সমস্ত দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করিয়া ফেলিবেন; তাহার উপর, এই
বধান অনুসারে কোন পুস্তক রাজ বিদ্রোহসূচক হইলে গ্রন্থকার দোষী
ইবেন না, প্রকাশকের ঘাড়েই সমস্ত দোষ পড়িবে। কোন্‌টী দোষ,
কানটী দোষ নয়, তাহা জানিতে প্রকাশক গোলযোগে পড়িবেন। ইহাতে
ই ফল দাঁড়াইতেছে যে, পুস্তক নির্দ্দোষ হইলেও কোন প্রকাশক তাহা
দ্রিত করিতে স্বীকৃত হইবেন না। উপস্থিত প্রস্তাবলেখকের প্রণীত
সপাহিযুদ্ধের ইতিহাসের ঠিক এই দশা ঘটিয়াছে। প্রস্তাবলেখক
পাহিযুদ্ধের ইতিহাস লিখিয়া, খণ্ডশঃ প্রকাশ করিতেছিলেন; দুই খণ্ড
কাশিত হইলে ৯ আইন জারি হইল; অমনি প্রকাশক তৃতীয় খণ্ড
দ্রিত করিতে অসম্মত হইলেন। এজন্য গ্রন্থকারকে সিপাহিযুদ্ধের
তিহাসের প্রচার এত দিন স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। সিপাহিযুদ্ধের
তিহাসের ন্যায় অন্যান্য ঐতিহাসিক ও রাজনীতির আলোচনা-ঘটিত
স্তকাদিও মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে না; সুতরাং জাতীয় সাহিত্যের
াশ ও জাতীয় উন্নতির পথ ক্রমেই রুদ্ধ হইয়া আসিবে। যে
য়া ত্রিশ বৎসরের যত্নে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ধীরে ধীরে উন্নতির
ক অগ্রসর হইতেছিল, তাহাকে ৯ আইন-ব্যবস্থাপকের লেখনীর এক
ঘাতে আবার ত্রিশ বৎসর পশ্চাতে যাইতে হইবে।

উপস্থিত ৯ আইন এই রূপে অনেক বিষয়ে আমাদের অনেক
নষ্টের আকর হইয়াছে, বলিতে হৃদয় ব্যথিত হয়, লর্ড লীটনের ন্যায়
ক জন বিচক্ষণ গ্রন্থকারের শাসনাধীনে থাকিয়াও আমাদিগকে এই
ইনের কুফল ভোগ করিতে হইল, যিনি দিল্লীর রাজসূয়ের আড়ম্বরের
য় দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে আহ্বান করিয়া সম্মানিত
রিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিয়াছিলেন, তিনিই যে দেশীয়
রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় আঘাত করিবেন, তাহা কেহই স্বপ্নেও ভাবে
ই। সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, এই
প কঠোর আইন প্রচার করা কুলর-ঘটিত বিচারের প্রতিবাদকারীর
ক্ষে শোভা পায় নাই। সময় বিশেষে মুদ্রাযন্ত্রসমুদয়কে দমনে রাখা
য গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে ইচ্ছা করি না

কিন্তু বর্ত্তমান প্রগাঢ় শান্তির সময়ে উহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা, য
পর নাই অসন্তোষকর হইয়াছে।

সম্প্রতি ষ্টেট্ সেক্রেটারী ৯ আইন সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া
ছেন, তাহাতে উল্লেখ আছে, যখন বরদার মলহর রাওকে লইয়া মহ
গণ্ডগোল বাধিয়া যায়, যখন দেশীয় সংবাদপত্র সকল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই
মলহর রাওর পক্ষ সমর্থন করে, তখন তদানীন্তন ষ্টেট্ সেক্রেটা
সংবাদপত্র সমূহের ঐ রূপ আন্দোলন বন্ধ রাখিতে চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু ন
ব্রুকের গবর্ণমেণ্ট্ প্রতিবাদ করাতে ষ্টেট্ সেক্রেটারীর ইচ্ছা ফলব
হয় নাই। এক্ষণে সে রূপ কোন গোল যোগ নাই, তথাপি কে
এমন সময়ে এই কঠোরতর বিধি প্রণীত হইল? গোলযোগে
সময় যে স্বাধীনতা অব্যাহত ছিল, শান্তির সময় সেই স্বাধীনতা কে
অব্যাহত থাকিবে না, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না

যে বিষয় হইতে সাধারণের অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে; সেই বি
লইয়া সর্ব্বদা আন্দোলন করিলে এবং তাহার অনিষ্টকারিতা স্প
বুঝাইয়া দিলে সময়ে সময়ে অনেক ফল পাওয়া যায়। ইংরেজ গবর্ণম
যে নিয়মে রাজ্য শাসন করিতেছেন, তাহাতে রাজনীতির আন্দো
হওয়া উচিত। সকলে এক হাড় এক প্রাণ হইয়া, কোন অনিষ্ট
বিষয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে গবর্ণমেণ্ট কোন না কোন অংশে তাহার প্র
বিধানে যত্ন করিতে পারেন। ন্যায় পথে থাকিয়া গম্ভীর ভাবে রাজনী
আন্দোলনে অনেক উপকার হয়। ৯ আইন জারি হওয়াতে যে আন্দো
উপস্থিত হয়, কলিকাতার ভারত-সভার যত্নে টাউনহলে যে মহতী সভ
অধিবেশন হয়, তাহা একবারে বিফল হয় নাই। এই আন্দোল
৯ আইনের কার্য্য এক রূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমে
৯ আইন সম্বন্ধে সমদয় কাগজ পত্র বিলাতে ষ্টেট সেক্রেটারীর নি
পাঠাইয়াছিলেন। ষ্টেট সেক্রেটারী সেই সমস্ত কাগজ পত্র দেখি
এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ন্যায় পথে থাকিয়া গম্ভীর ভা
সকলেই ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপের আন্দোলন ও সমালোচ
করিতে পারে। দেশীয় সংবাদপত্র সকল হইতে যে সমাজের অনে
অবস্থা অবগত হওয়া যায়, তাহা ষ্টেট সেক্রেটারী স্পষ্ট স্বীকার করিয়
ছেন। এরূপ স্থলে দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ একবারে বন্ধ করিতে

াধারণের পক্ষে অনেক অপকার হইতে পারে; এই জন্যই সংবাদপত্র
মুদয়কে গম্ভীরভাবে সমুদয় বিষয়ের আলোচনা করিবার ক্ষমতা দেওয়া
হইয়াছে। কিন্তু এই আইনের যতদূর পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল,
ততদূর হয় নাই। আইনের ১০ ধারা এখনও প্রবল রহিয়াছে, এখনও
অপরাধীর প্রকাশ্য বিচার হইবে না। ষ্টেট সেক্রেটারী এই সমস্ত ব্যবস্থার
কিছুই পরিবর্ত্তন করেন নাই। যদিও তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সপক্ষ,
তথাপি কেবল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মান রক্ষার জন্য তাঁহাকে বাধ্য
হইয়া এই আইনের অনেক বিধি অক্ষুণ্ণ ও অপরিবর্ত্তিত রাখিতে হইয়াছে।
ষ্টেট সেক্রেটারী যে ভাব নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার
সহিত ৯ আইনের ভাবের ঐক্য নাই।

যাঁহারা উদার রাজনীতির পক্ষপাতী তাঁহারা সকলেই এই আইনের
প্রতিবাদ করিয়াছেন। মান্দ্রাজের গবর্ণর ডিউক্ অব্ বাকিংহাম্ ও
তাঁহার মন্ত্রিগণ, ভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থা-সচিব সার্ আর্থার হবহাউস্ এবং ইণ্ডিয়া
কাউন্সিলের সার্ এর্স্কিন্ পেরি, সার উইলিয়ম মুইর, কর্ণেল ইয়ুল,
ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়া, এই আইনের প্রতিবাদ করিয়াছেন।
এতদ্ব্যতীত বিলাতের অনেক গুলি প্রধান সংবাদপত্রও ইহার একান্ত
বিরোধী। ইঁহাদের প্রতিবাদে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, ভারতবর্ষে বর্ত্তমান
আইনের কোনও আবশ্যকতা নাই। হব হাউস্ যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ
করেন, তাহা কোন কারণে গবর্ণর জেনারেল প্রাদেশীয় শাসন-কর্ত্তাদের
নিকট পাঠাইয়া দেন নাই। পরে পার্লিয়ামেন্টের উত্তেজনায় তাহা
এবং তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য কাগজ পত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে। পরিশিষ্টে
এই সকল মতের সারাংশ সঙ্কলিত হইল।

পার্লিয়ামেণ্টে মহাসভায় মহামান্য গ্লাড্ষ্টোন সাহেব ৯ আইন সম্বন্ধে
কলিকাতা ও পুনার আবেদন-পত্র সমর্পণ করিয়া, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট
ঐ আইন অনুসারে যে যে কার্য্য করিবেন, যথাসময়ে তৎসমুদয় পার্লিয়া-
মেণ্টের গোচর করিবার প্রস্তাব করেন। মহাসভায় এই সময়ে ৩৬০ জন
সভ্য উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে ১৫২ জন গ্লাড্ষ্টোনের মতে সম্মত
হয়েন। ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়েই পার্লিয়ামেণ্টের এত
সভ্য ভারতবর্ষীয়দের পক্ষ সমর্থন করেন নাই। ইহাতে বুঝা যাইতেছে,
এই তীব্রতর, কঠোরতর, অযোগ্যতর আইনের প্রতি অধিকাংশ ইংরেজের

ঘৃণা আছে। যদিও গ্লাডষ্টোনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে, তথাপি মহাসভার তর্ক বিতর্কে বুঝা যাইতেছে, উপস্থিত আইনের কঠোরত চিরস্থায়ী হইবে না। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী গ্লাড্ষ্টোন্ ভারতবর্ষের পক্ষ হইয়া মহাসভায় বিশেষ ধীরতা ও যুক্তির সহিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন দরিদ্র ও অসহায় ভারতবর্ষ এ জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইয়া রহিয়াছে; এবং উদ্দেশে তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছে।

উপস্থিত আইনে প্রধানতঃ এই তিনটী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিলঃ—

১। ইংরেজ-রাজত্বের প্রতি অসন্তোষ জন্মাইতে পারে, এই রূপ প্রবন্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশ করা না হয়, এজন্য সংবাদ পত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ দিগের নিকট হইতে জামিন লওয়া।

২। সংবাদ পত্রের প্রবন্ধ সমূহের বিচার করিবার জন্য এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা।

৩। প্রথমে সাবধান করিয়া দিয়া, তাহার পর মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করা।

ইহার প্রথমটীর কার্য্য, গবর্ণরজেনারেল স্বয়ং অনুমতি না দেওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিয়াছেন, দ্বিতীয়টী ষ্টেট্ সেক্রেটারী উঠাইয়া দিয়াছেন এবং অপরটীর কঠোরতা বর্ত্তমান আন্দোলনে তিরোহিত হইয়াছে। এ আন্দোলনে দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক একতা আছে ভারবর্ষীয়গণ রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনায় অকর্ম্মণ্য নহে, এবং ভারতবর্ষীয়গণ ন্যায় পথে থাকিয়া, গম্ভীরভাবে গবর্ণমেন্টের কঠোর কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া, সুফল লাভ করিতে পারে।

———

পরিশিষ্ট।

সার্ এরস্কিন্ পেরির মতের সারাংশ।

সার এরস্কিন্ পেরি দেশীয় মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থাকে নিরতিশয় অবনতির চিহ্ন বলিয়া মনে করেন। তিনি কহেন, "আমরা পঞ্চাশ বৎসরকাল ভারতবর্ষে যে উদার নীতি অনুসারে চলিয়া আসিয়াছি, এই ব্যবস্থা সেই নীতির এত বিরোধী, এবং ইহা জাতিগত পার্থক্য দেখাইয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে সম্ভবতঃ এত উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে যে এই ব্যবস্থাকে আমাদের আইনের পুস্তক (Statute book) হইতে একবারে তুলিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।"

পেরি সাহেব ইহার পর কহিয়াছেনঃ—"ব্যবস্থাপক সভার কোন সভ্যই গত ১৪ই মার্চ্চ এমন কোন বিপদ দেখিতে পান নাই যাহাতে এই আইন সভার এক অধিবেশনে এত তাড়াতাড়ি বিধিবদ্ধ হইতে পারে। ১৮ মাসকাল দেশীয় সংবাদপত্র সমূহে যাহা যাহা বাহির হইয়াছে, তাহারই কোন কোন অংশের অনুবাদ দেখিয়া এই আইন করা হইয়াছে। এই সকল অংশের বিদ্রোহসূচক ভাবে বিপদের আশঙ্কা করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন সংবাদ পত্রই কোন আকস্মিক বিপদ ঘোষণা করে নাই, এজন্য এমন একটী গুরুতর নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, ব্যবস্থাপক সভার যে সমস্ত সভ্য গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী নহেন, তাহাদিগকে সমুদয় বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিবার অবসর দেওয়া উচিত ছিল। বিশেষতঃ ১৮৭৪ অব্দে লর্ড সালিসবারি যে অভিপ্রায় (ব্যবস্থাপক সভার সমস্ত প্রয়োজনীয় বিবরণ হোম গবর্ণমেণ্টে পাঠাইতে হইবে) প্রকাশ করেন, সেই অভিপ্রায় অনুসারেও কাম করা উচিত ছিল। যেহেতু, মুদ্রণ-শাসন-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইউরোপের শাসন প্রণালীর অধিকতর ঘনিষ্ঠ, এবং স্বাধীনভাবে রাজপুরুষদের কার্য্য কলাপের সমালোচন সম্বন্ধে কোনরূপ প্রতিষেধক নিয়ম করা উচিত কি না, অপক্ষপাতে তাহার বিচার করিতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা অপেক্ষা ইণ্ডিয়া কাউন্সিলই অধিকতর সমর্থ।

"যে দুইজন প্রধান কর্ম্মচারী ইংলণ্ডে আসিয়া রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা উভয়েই এবিষয়ে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। ডিউক অব্ বাকিংহাম্ ও সার্ আর্থার হব হাউস্ উপস্থিত আইনের অনুমোদন করেন নাই।

"১৪ই মার্চ্চ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার যে অধিবেশন হয়, তাহাতে ষোল জন মেম্বর উপস্থিত থাকেন, তন্মধ্যে বার জন গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী ; এবং একজন মাত্র ভারতবর্ষীয় ছিলেন, সুতরাং সেই সমুদয় সভ্যগণের সম্মতির কোনও গুরুত্ব নাই।"

"ফ্রান্সের তৃই নেপোলিয়ান সংবাদপত্রের সম্বন্ধে যে আইন প্রচার করেন, এবং ১৮৭০ অব্দে আয়ার্লণ্ডে যে আইন প্রচারিত হয়, তাহার সহিত উপস্থিত আইনের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু আয়ার্লণ্ডের আইন অল্প দিনের জন্যই জারি হইয়াছিল, ১৮৭৪ অব্দে উহা উঠাইয়া দেওয়া হয়। এই ভারতবর্ষীয় আইনে আয়ার্লণ্ডের আইনের ন্যায় এমন কোন বিধি নাই, যদ্দ্বারা কর্ম্মচারিগণের অত্যাচার নিবারিত হইতে পারে। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মুদ্রাযন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য এই আইনের ন্যায় আর কোন দেশে কোন আইন প্রচারিত হয় নাই।"

"যখন বর্ত্তমানে কোনরূপ আশঙ্কা নাই, তখন ভবিষ্যতের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা কখনই যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই। পঞ্চাশ বৎসরকাল যে নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে, তাহা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠাইয়া দিবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইয়াছি। ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা স্থাপনের ন্যায় অন্য কোন বিষয়ই প্রধান প্রধান রাজনীতিজ্ঞ লোকের দ্বারা অনেক বিবেচনার পর স্থিরীকৃত হয় নাই। বর্ত্তমান ব্যবস্থার স্বপক্ষে যে সমুদয় যুক্তি দেখান হয়, ১৮৩৫ অব্দেও তাহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে তাহা উপেক্ষিত হয়।"

"মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দেওয়াতে এই ৩৫ বৎসরের মধ্যে অপকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উপকার হইয়াছে। যে আশঙ্কা করিয়া বর্ত্তমান আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে ; ১৮৩৫ অব্দেও সেই আশঙ্কা করা হইয়াছিল। উপস্থিত সময়ে সংবাদপত্র হইতে যদি কোন বিপদ আশঙ্কা করা যায়, তাহা হইলে সার চার্লস্ মেট্কাফ ও লর্ড মেকলে যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমিও তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছি। সিপাহি-যুদ্ধের সময় লর্ডক্যানিংও এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার জন্য একটী স্থায়ী আইন বিধিবদ্ধ করা আমার সম্পূর্ণ অমত।

লর্ড লীটনের প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। তাঁহা দ্বারা যে কোন রূপ অযথা অত্যাচার হইবে, তাহা আমি আশঙ্কা করি না। কিন্তু তাঁহার পরে কে গবর্ণর জেনারেল হইবেন, বলিতে পারি না। কোন গবর্ণর জেনারেল কোন

বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইলে তিনি কি করিতে পারেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি। এক সময় একজন গবর্ণর জেনারেল কোন একটী সামান্য বিষয়ের জন্য একজন মুদ্রাকর ও সংবাদপত্রের সত্বাধিকারীর তিনমাস কারাবাস দণ্ড ও ৫০৲ টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন। এই সংবাদপত্র, "মর্ণিংক্রনিকেল", এবং ইহার সম্পাদক, আমার পিতা।

"এই আইন কেবল ভারতবর্ষীয়দিগের অসন্তোষজনক নহে, আমরা রাজ্য-শাসনের সম্বন্ধে যে উদারনীতি অবলম্বন করিয়াছি, তাহারও সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যেরূপ অনভিজ্ঞ, তাহাতে দেশীয় স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্র হইতে অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারি।"

"আমরা পৃথিবীর মধ্যে একটী সর্ব্বপ্রধান নিয়মানুরক্ত জাতিকে শাসন করিতেছি, তথাপি নিত্য নিত্য নূতন নূতন আইন করিয়া তাহাদিগকে ক্রমাগত উত্তেজিত করিতে ক্ষান্ত থাকিতেছি না।"

সার উইলিয়ম মুইরের মতের সারাংশ।

ষ্টেট সেক্রেটারী ৯ আইনের অনুমোদন করিয়া যে মন্তব্য (Despatch) প্রকাশ করেন; সার উইলিয়ম মুইর তাঁহার সহিত একমত হয়েন নাই। মুইর সাহেব কহেন, ১৮৫৭ সালের ন্যায় কোন ঘোরতর বিপদের সময় কিছু কালের জন্য এইরূপ আইন জারি করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রগাঢ় শান্তি বিরাজ করিতেছে। ভারতবর্ষকে কখন এমন শান্ত ও সুনিয়মিত দেখা যায় নাই; নূতন নূতন কর ভার বহন করিয়াও ভারতবর্ষ কখন এমন বশবর্ত্তী রহে নাই। মধ্য আসিয়া সংক্রান্ত আন্দোলনে (Eastern Question) ভারতবর্ষ রুসিয়ার প্রতি ঘৃণাই প্রকাশ করিয়াছে, কাবুলের আমীরের প্রতি আমাদের অন্যায়াচরণেও ভারতবর্ষ আমীরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে নাই। দেশের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছিল। নির্ম্মল ও মেঘশূন্য আকাশ হইতে মুদ্রাযন্ত্রের উপর অকস্মাৎ বজ্র পতিত হইয়া সকলকে চমকিত করিয়া তুলিল।

মুইর সাহেবের মতে মুদ্রাযন্ত্র হইতে কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করা অনেক দূরের কথা। তিনি কহেন, সার আসলি ইডেন প্রভৃতি কয়েক জন প্রধান

রাজপুরুষ দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রকে ক্ষমতাশূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * যে সকল সংবাদপত্র অন্যায়রূপে গবর্ণমেণ্টের দোষ দেখায়, সমাজে যদি তাহাদের ক্ষমতা বা সম্মান না থাকে, তাহা হইলে হঠাৎ একটা কাল্পনিক আশঙ্কা করিয়া চল্লিশ বৎসরের পদ্ধতি উঠাইয়া দিবার প্রয়োজন কি?

সংবাদপত্র কখন কখন অন্যায় ক্ষমতা লইতে চায়, এবং অসত্যকে সত্য করিয়া গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করে। ইহার নিবারণ জন্য জামিন লওয়াই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সরঞ্জম জব্দ করা, ও মুদ্রাযন্ত্র বন্ধ করার ক্ষমতা কখনও স্বেচ্ছাচারী মাজিষ্ট্রেটের হস্তে রাখা উচিত নহে। এ ক্ষমতা স্বাধীন বিচারকের হাতেই রাখা বিধেয়। গবর্ণমেণ্টের নিজের বিষয়ে নিজেরই বিচারক হওয়ার কোনও হেতুবাদ দেখা যায় না।

---

* উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি কল্‌ভিন সাহেব দেশীয় সংবাদপত্রের সম্বন্ধে কহেন :—

"এ প্রদেশের (উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের) ন্যায় কোথাও সংবাদপত্র এত স্বাধীন ভাব গ্রহণ করে নাই। কোন কোন পত্র এক্ষণকার গবর্ণমেণ্টের উপর ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মাইবার জন্য, পরস্পরের মধ্যে অনৈক্যের, স্থাপন জন্য, এবং সাধারণ ও সামান্য ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তাহাদের এই কুঅভিসন্ধি সিদ্ধ হইতেছে না, কারণ এ প্রদেশে সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যা আজও অতি অল্প রহিয়াছে।"

সার উইলিয়ম মুইর এ সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াছেনঃ—"আমি যখন অনেক দিন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ছিলাম, তখন ঐ সকল সংবাদপত্র পড়িয়া আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহার সহিত এই মতের সম্পূর্ণ অনৈক্য দেখা যায়, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শাসন সংক্রান্ত রিপোর্ট ইহার সাক্ষী। আমি ১৮৭১ সালের রিপোর্টের এক স্থল উদ্ধৃত করিতেছিঃ—"এই সকল সংবাদপত্র পড়িয়া যে পরিমাণে লোকের মানসিক উন্নতি হইতেছে তাহা কম নহে। দেশীয় সংবাদপত্রের একটি নিয়ম এই যে তাহারা সুরুচির বিরুদ্ধে কিছুই লেখে না, এবং নূতনই হউক কি ইংরাজী কাগজ হইতে গৃহীতই হউক এই সকল কাগজের অধিকাংশ বিষয়ই পাঠকদিগের উন্নতি ও অভিজ্ঞতা বৰ্দ্ধিত করে।"

"জ্ঞান ও উন্নতির উৎকর্ষ সাধন করা, যুক্তিযুক্ত সাধারণ মত সংগঠিত করা, প্রজাদিগকে আভ্যন্তরীণ শাসনে লিপ্ত করা এবং তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে আত্মবিষয়ে আত্মশাসন ক্ষম করা, যখন আমাদের উদ্দেশ্য, তখন মুদ্রাযন্ত্র সমুদয় স্বাধীন রাখা কেবল প্রজাসাধারণের উপকারের জন্য নয়, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ উপকারের জন্য কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়া সেই বহুমূল্য সহায়তা এবং জাতীয় উন্নতির সেই প্রধান উপায় নষ্ট করিয়াছেন।

উপস্থিত আইন ইংরাজী সংবাদপত্র সমুদয়কে বাদ দিয়া কেবল দেশীয় সংবাদপত্র সমুদয়কেই নিগড়বদ্ধ করিয়াছে। ইহা ব্রিটীষ শাসন প্রণালী যে পক্ষপাতে দূষিত এই পুরাতন জনপ্রবাদই পরিপোষণ করিবে। দেশীয় সংবাদ পত্রের সম্বন্ধে যদি কোন আইন বিধিবদ্ধ করা উচিত বোধ হয়, তাহা হইলে ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্বন্ধেও তদ্রূপ কোন আইন করা বিধেয়। ব্যবস্থাপক সভার কাগজ পত্রে যেমন দেখা যায়, তাহাতে দেশীয় সংবাদপত্র সকল লোকের নিকট আদরণীয় নহে। কেহ তাহাদের কথায় বিশ্বাস করে না। কিন্তু ইংরেজী সংবাদপত্র সকল সকলের শ্রদ্ধাস্পদ ও বিশ্বাসযোগ্য। এই

১৮৭৩ খৃঃ অব্দের রিপোর্টঃ—"দেশীয় সংবাদপত্রের প্রণালী সুন্দর ও রাজভক্তি-প্রদর্শক। প্রথম অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে, অবশেষে ইহা একটি সুন্দর সাধারণ মত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮৭৫ সালে প্রকাশিত সারজন ষ্ট্রাচির সঙ্কলিত ১৮৭৩-৭৪ সালের রিপোর্টে মুদ্রাযন্ত্রের অনুকূলে আমরা এই প্রমাণ পাইতেছিঃ—"সাধারণতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দেশীয় সংবাদপত্র দ্বারা অনেক মঙ্গল সাধিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট আপনাদের ত্রুটী এবং দোষ সংশোধন করিতে কিরূপ সাহায্য পাইয়াছেন তাহা সার উইলিয়ম মুইর স্বীকার করিয়াছেন। ইহাও অবশ্য বলিতে হইবে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দেশীয় সংবাদপত্র সকল প্রায় সর্ব্বদাই রাজভক্তি ও সুনীতির পক্ষপাতী।" ইহার পর বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বাৎসরিক রিপোর্ট সকলেও সংবাদপত্রের সম্বন্ধে এইরূপ অনুকূল মতের বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছে যে, উত্তর পশ্চিম সকল দেশীয় সংবাদপত্র হইতে আমি ৬ বৎসর অনেক সাহায্য পাইয়াছি। নূতন প্রণালী অনুসারে এই সাহায্যের আশা বৃথা। মুখবদ্ধ সংবাদপত্র কখন পরিষ্কার রূপে সত্যকথা কহিতে পারে না।"

সকল কাগজে যদি কোন বিষয়ে অসাবধানতা দেখায় তাহা হইলে দ্বিগুণ বিপদ সম্ভবে। সমুদয় দেশীয় সংবাদপত্র অপেক্ষা একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রের অসাবধান লেখা ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যে ও সীমাস্থিত প্রদেশে অধিকতর সন্দেহ, অধিকতর বিদ্বেষ ও অধিকতর ঘৃণা জন্মাইতে পারে, এবং ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের অধিকতর হানি ঘটাইতে পারে।”

মুইর এইরূপে স্বীয় মিনিটের উপসংহার করিয়াছেনঃ—“এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচার হইতেছে। স্বল্পবিদ্য লোকে দেশীয় সংবাদপত্র পড়িয়া যে অনিষ্ট ঘটাইতে পারে, যাহারা অল্প মাত্রায় ইংরেজী লেখা পড়া শিখিয়াছে, তাহারা ইংরেজী সংবাদপত্র পড়িয়াও সেই অনিষ্টের উৎপত্তি করিতে পারে। তবে কি অনিষ্টের নিবারণ জন্য ইংরাজী শিক্ষার মূলোচ্ছেদন করা বিধেয়? ইহার উত্তরস্থলে সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের এরূপ নীতিনয়। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কেমন করিয়া এক হাতে আলোক বিস্তার করিবেন এবং অন্য হাতে সেই আলোকের পথ রুদ্ধ করিবেন। যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে ইংরাজী ভাষা কথিত ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের সম্বন্ধে যাহা করা আবশ্যক, ইংরাজী মুদ্রাযন্ত্রের সম্বন্ধেও তাহা করা আবশ্যক।

মধ্য আসিয়ার শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারীগণের সহিত যে যে ব্যক্তির কথোপকথন হয়, তাঁহাদের একজনের মুখে শুনা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের মুদ্রাযন্ত্র সকল স্বাধীন থাকাতে মধ্য আসিয়ার শাসন-সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ নিতান্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট যে প্রজাদিগকে বিশ্বাস করেন স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রই তাহার একটী প্রধান প্রমাণ। যে সময়ে অপক্ষপাত নীতি ও প্রজা সাধারণের উপর বিশ্বাস, আমাদের গৌরবের কারণ হইতেছিল, সেই সময়ে আমরা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া আমাদের রাজনীতি দূষিত ও প্রজা সাধারণের উপর বিশ্বাস নষ্ট করিলাম, এবং যে সময়ে আমরা মধ্যে আসিয়ায় মহারাণীর প্রাধান্য রক্ষার জন্য আমাদের নিজের সৈন্যের সহিত দেশীয় সৈন্য এক শ্রেণীতে নিবেশিত করিয়া রাজভক্তির সম্মান করিতেছিলাম, সেই সময়ে আমরা মধ্য আসিয়া যথেচ্ছাচারিতা বিকাশ করিলাম।

কর্ণেল ইয়ুলের মতের সারাংশ।

কর্ণেল ইয়ুল মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার অনুমোদন করেন নাই। তিনি কহিয়াছেন, কোন বিখ্যাত পণ্ডিত যেমন সামরিক আইনকে সেনাপতির ইচ্ছা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; উপস্থিত আইনও সেইরূপ গবর্ণর জেনারেলের ইচ্ছা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইবে। গবর্ণর জেনারেল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই আইনের উদ্দেশ্য শাস্তি প্রদান নহে, অনিষ্টের নিবারণ। গবর্ণর জেনারেলের এই মতানুসারে ফাঁসি দেওয়াও কেবল শাস্তি প্রদানের জন্য হয়, অনিষ্টের নিবারণ জন্য নয়।

গবর্ণর জেনারেল অন্যস্থানে বলিয়াছেন, এই আইন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় হাত দেয় নাই, স্বাধীনতার অপব্যবহারের উপর হাত দিয়াছে। কর্ণেল ইয়ুল এই সম্বন্ধে বলেন; গবর্ণর জেনারেলের এই কথা লইয়া ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল বক্তৃতা হয়, ইহা কেবল অষ্ট্রিয়ার নিয়োজিত লম্বার্ডির শাসন কর্ত্তার মুখেই শোভা পায়।

ইয়ুল কহেন, রাজ্য শাসনের রীতি দ্বিবিধ, ওলন্দাজী ও ইংরেজী। ওলন্দাজী রীতিতে প্রজাদের কোন রূপ উন্নতি হয় না। কেবল অর্থোপার্জ্জনই এই রীতির প্রধান লক্ষ্য। এক্ষণে আর ওলন্দাজী রীতিঅনুসারে ভারতবর্ষ শাসন করিবার সময় নাই। ভারতবর্ষে ইংরেজী রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আবার ওলন্দাজী রীতি আনিয়া ফেলিলে বিপদ হইতে পারে।

ডিউক অব্ বাকিংহাম্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, দেশীয় সংবাদপত্র সমূহের একমাত্র দোষ এই যে, তাহারা আমাদের ত্রুটী কঠোর ভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকে। ইয়ুল ইহাতে কহিয়াছেন যে, আমরা দেশীয় সংবাদপত্র হইতেই আমাদের ত্রুটী জানিতে পারি। সুতরাং তাহাদের মুখবন্ধ করা কর্ত্তব্য নয়! অধিকন্তু ব্যবস্থাপক সভায় তর্ক বিতর্ক সময়ে এইরূপ নির্দ্দেশ করা হয় যে পার্লিয়ামেণ্ট ও স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্র পরস্পর ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ; ইহাদের উভয়ই একমূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এই নির্দ্দেশ যদি সমীচীন হয়, তাহা হইলে আমি বলিতেছি, যে দেশে পার্লিয়ামেণ্ট নাই, সেই দেশের স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্র দ্বারাই পার্লিয়ামেন্টের কায হইয়া থাকে।

সংবাদপত্রের কোন্ লেখা দূষণীয় এবং কোন্ লেখা নির্দ্দোষ, কর্ণেল ইয়ুলের মতে তাহার মীমাংসা স্বাধীন বিচারক দ্বারা করা উচিত। মাজিষ্ট্রেটের

হস্তে ইহার মীমাংসাভার রাখা বিধেয় নহে। যদি বর্ত্তমান আইন এই মীমাংসায় সমর্থ না হয়, তাহা হইলে সেই আইনের সংশোধন আবশ্যক। অন্য একটা নূতন আইনের আবশ্যকতা নাই।

যে ভাবে এই আইনটী বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা নিতান্ত বিস্ময়জনক। এরূপ গুরুতর বিষয়ে কেহ কোন রূপ আন্দোলন উপস্থিত করেন নাই। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল যে নীতি চলিয়া আসিয়াছে, সকলেই একমত হইয়া অসঙ্কুচিত ভাবে তাহার উচ্ছেদ করিয়াছেন।

আইনের প্রস্তাব-কর্ত্তা উল্লেখ করিয়াছেন, এই আইন বিধিবদ্ধ করিতে যদি বিলম্ব করা হয়, তাহা হইলে গুরুতর আন্দোলনে কার্য্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হইতে পারে, গবর্ণর জেনারেল স্বীয় মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে তুরুস্কে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে বাজারে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া গিয়াছে। গবর্ণর জেনারেল ষ্টেট সেক্রেটারীকে এই ভাবে টেলিগ্রেম করেন যে, তাহাকে ১৮ই মার্চ্চ সিমলায় যাইতে হইবে, এই সময়ের মধ্যে আইনটী বিধিবদ্ধ না করিলে এবৎসর আর উহা বিধিবদ্ধ হইবে না। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশনেই এই আইন জারি করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহার পর এবিষয়ের সমস্ত বিবরণ জানান যাইবে।"

এই কয়েকটী কারণে বর্ত্তমান আইন বিধিবদ্ধ হয়। কর্ণেল ইয়ুল এস্থলে কহিয়াছেন, যে বিষয় অদ্ধ দুই বৎসরকাল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীনে আছে, সেই গুরুতর বিষয়ে ষ্টেট্ সেক্রেটারীকে ধীর ভাবে বিচার করিতে না দেওয়া যুক্তি-সিদ্ধ হয় নাই।

ইয়ুল স্থলান্তরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যখন গবর্ণর জেনেরলের "মিনিট" অন্যান্য কাগজপত্র প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাদের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তখন হব হাউসের যুক্তিপূর্ণ "মিনিট" পাঠান হয় নাই, যেহেতু উহা উপস্থিত আইন বিধিবদ্ধ করিবার বিরুদ্ধে লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে লোকের মনে এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণের হৃদয়ের উত্তেজনা নিবারণ করিতে প্রয়াস পান নাই, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের নিবারণ করিতেই প্রয়াস পাইয়াছেন।

———

ডিউক অব বাকিংহামের মতের সারাংশ।

গবর্ণর জেনারেল দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র-সমূহের শাসন সম্বন্ধে যে "মিনিট" লিপিবদ্ধ করেন, ডিউক অব্ বাকিংহাম তাহাতে এই মত প্রকাশ করিয়াছেনঃ—

গবর্ণর জেনারেলের মিনিটের সঙ্গে অনেক গুলি দেশীয় সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত অংশ বিশেষের অনুবাদ আছে। এই সকল উদ্ধৃত অংশের কোন কোনটী বিদ্বেষভাবের পরিচয় দিয়াছে এবং অবশিষ্ট গুলি অসন্তোষকর সত্য কঠোর ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে।

কিছু টাকা জামানতি রাখিবার প্রস্তাব হইয়াছে। আমার মতে অধিক টাকার জামিন না লইলে কোনও ফলের সম্ভাবনা নাই। আবার যদি জামানতি টাকা অধিক অর্থাৎ অন্যূন ২০০০৲ পর্য্যন্ত হয়, তাহা হইলে উহা নিরীহ সংবাদপত্র-ব্যবসায়িদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর হইবে। পক্ষান্তরে উহা দ্বারা বিপদ নিবারণও হইবে না। যেহেতু যাহারা সংবাদপত্রে নিয়ত বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করে, তাহারা আপনাদের অভ্যস্ত রীতি অনুসারে এই টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবে।

বাজেয়াপ্ত করা প্রভৃতি শাস্তি প্রদানের সমস্ত ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। স্বাধীন বিচারকের হাতে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। সুতরাং এক মাজিষ্ট্রেট যাহা করিবেন, সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে তাহাতেই অবনত-মস্তক হইতে হইবে। এরূপ নিয়ম আমার সম্পূর্ণ অনন্থমোদিত।

উপস্থিত আইনে প্রকাশ পাইতেছে যে, ইংরেজী সংবাদপত্রে যেসমস্ত বিদ্বেষ-জনক কথা থাকিবে, তাহার জন্য সেই সংবাদপত্র দণ্ডার্হ হইবে না, কিন্তু সেই কথা দেশীয় সংবাদপত্রে বাহির হইলে দেশীয় সংবাদপত্র দণ্ডার্হ হইবে। ইংরেজী ও দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের সম্বন্ধে এইরূপ ইতর বিশেষ করিলে ইহাই বুঝা যাইবে যে, আমরা ইংরেজদের জন্য এক আইন করি এবং দেশীয়-দের জন্য আর এক আইন করিয়া থাকি। আমার বিবেচনায় এরূপ পার্থক্য রাজনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং ইহা অব্যাহত রাখিয়া কার্য্য করা অসাধ্য।

গবর্ণর জেনারেলের মিনিটে এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে যে, কেবল দেশীয় সংবাদপত্র সমূহই গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষভাব দেখায়। যদি

ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে লর্ডক্যানিং কিছুকালের জন্য মুদ্রণ-শাসনী ব্যবস্থা প্রচার করিয়া, প্রথমেই ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন কেন ?

দেশীয় সংবাদপত্র ভারতবর্ষীয় প্রজা-সাধারণের মনের ভাব প্রকাশ করে। এই প্রজা সাধারণের মধ্যে গবর্ণমেন্টের উপর বিদ্বেষ বা শত্রুতা জন্মিলে দেশীয় সংবাদপত্র সমূহেই তাহার চিহ্ন লক্ষিত হইবে। যে সকলে এইরূপ বিদ্বেষ ভাবের উত্তেজনা করে, প্রচলিত দণ্ডবিধি দ্বারাই তাহাদে শাস্তি বিধান হইতে পারে।

ব্যক্তি বিশেষকে অন্যায় রূপে আক্রমণ করা অথবা তাহার অযথা নিন্দা করা আমার বিবেচনায় মুদ্রণ-স্বাধীনতার অপব্যবহারের জঘন্য দৃষ্টান্ত। ইহাতে কেবল উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালীর মূল নষ্ট হয় না, সমাজেরও ক্ষতি হইয়া থাকে। প্রচলিত আইন দ্বারা এই অনিষ্টের নিবারণ হইতে পারে। আমার বিশ্বাস, অনিষ্টের নিবারণ জন্য এই উপায় অবলম্বনই প্রকৃত রাজনীতি।

সার আর্থার হব্‌হাউসের মতের সারাংশ।

সার আর্থার হবহাউস মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার অনুমোদন করেন নাই। তাঁহার মতে কোন সংবাদ পত্রে বিদ্রোহসূচক ভাব লক্ষিত হইলে তাহা দণ্ড-বিধির শাসনাধীন করাই কর্ত্তব্য। উপস্থিত সময় ইহার জন্য স্বতন্ত্র একটী আইন করিবার প্রয়োজন নাই।

হবহাউস, কহেন, মাজিষ্ট্রেটের হস্তে অতিরিক্ত ক্ষমতা দিলে ভারত-বর্ষীয়গণ নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠে। প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট বিল প্রভৃতি ইহার প্রমাণ।

হবহাউসের মতে ইংরাজী ও দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে কোনরূপ ইতর বিশেষ করা উচিত নয়। ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—"সূক্ষ্মরূপে দেখিলে জানা যাইবে যে, আমাদের দেশীয় পত্র গবর্ণমেন্টের অধিক নিন্দা করিয়া থাকেন। ষ্টেটসম্যানের যে সমস্ত প্রবন্ধ ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত হয়, তাহার কোন কোনটীতে আমাদের প্রতি এই দোষ দেওয়া হইয়াছে যে, আমরা ইংলণ্ডের জন্য ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করি-তেছি; এই অপরাধের জন্য আমরা ঈশ্বর ও মানবের কোপানলে পতিত

হইব। সংবাদ পত্রের কোন লেখাতে যদি বিদ্রোহ-বুদ্ধির উত্তেজনা হয়, তাহা হইলে এরূপ লেখাতে নিশ্চয়ই তাহা হইবে। এক্ষণে যদি ইংরেজী সংবাদপত্রের এইরূপ দূষণীয় প্রবন্ধ দণ্ডার্হ না হয়, তাহা হইলে সেই প্রবন্ধ কোন দেশীয় সংবাদপত্রে অনুবাদিত হইলে কেন দণ্ডার্হ হইবে? এক ভাষায় কোন ভাব ব্যক্ত করিলে বিপদের আশঙ্কা আছে, অন্য ভাষায় ব্যক্ত করিলে সেই আশঙ্কা নাই, আমার বিশ্বাস এরূপ নয়।

"দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র যে, সকল বিষয় কঠোর ভাবে আন্দোলন করে, তাহা এই,—ইউরোপীয়দিগের অধিক অধিকার; এক অপরাধে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় অপরাধিদিগের দণ্ডের প্রভেদ; ইউরোপীয়দিগের ঔদ্ধত্য ও অসদ্ব্যবহার; ইংরেজী সংবাদপত্রের বিদ্বেষ ভাব; এবং দেশীয় রাজদরবারে রেসিডেন্টদিগের অনিষ্টজনক অসদ্ব্যবহার।

"উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইংরেজ ও এতদ্দেশীয়তে কোন প্রভেদ নাই। কেননা উভয়েরই উদ্দেশ্য, ইংরেজ গবর্ণমেন্ট এদেশে থাকে। বিশেষতঃ এতদ্দেশের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালীই অধিক পরিমাণে ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব কামনা করে। দেশীয় সংবাদপত্র যে বিদ্রোহের উত্তেজনা করে, সংবাদপত্রের লেখাতে যে লোকের মন বিদ্রোহভাবাপন্ন হয়, তাহার প্রমাণ কোথায়? ইংরেজী সংবাদপত্রের উগ্র ও বিরক্তিকর লেখা যদি বিদ্বেষের প্রমাণ না হয়, তবে তাহার ছন্দানুবর্ত্তী দেশীয় ভাষার লেখা প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হইবে কেন?

"ইংরেজী ও দেশীয় সংবাদপত্রের জাতিগত পার্থক্য আছে। গবর্ণমেণ্ট স্বজাতির প্রতি অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। ইংরেজীপত্রকে ইহা লিখিতে হয় না; যেহেতু তাহারা জেতৃজাতীয়। কিন্তু সচরাচর যে প্রকার হইয়া থাকে, তাহা না করিয়া তুল্য ভাবে ও ন্যায়ানুসারে উভয় জাতির বিচার করিতে উদ্যত হও, দেখিতে পাইবে কি ঘটনা উপস্থিত হয়? এই ঘটনার সহিত তুলনা করিলে দেশীয় সংবাদপত্রের চীৎকার মৃদুধ্বনি বলিয়া বোধ হইবে। মিয়ার্স সাহেবের মোকদ্দমায় কোন ইংরেজী সংবাদপত্র অথবা ইংরেজ-বক্তা বলিয়াছিলেন, মিয়ার্সকে দণ্ড দিলে কলিকাতার সমুদয় ইউরোপীয় সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। যশোহরের মাজিষ্ট্রেট, বিচারপতি ফিয়ার ও রিচার্ড কোচকে সমুদয় ইংরেজীপত্র কেমন ভয়ানক ভাবে তিরস্কার করিয়াছিল, এব[illegible] হাইকোর্টের আদেশ বহাল রাখিলে গবর্ণমেণ্টের কত বিপদ ঘটি[illegible] বা ভয় দেখাইয়াছিল। ফুলার-মোকদ্দার মন্তব্যেও [illegible]

পেক্ষা একটু মৃদু ভাবে বিকাশ পায়। ইংরাজী সংবাদপত্রের মতে আমাদের কার্য্য আইন-বহির্ভূত, দৌরাত্ম্য-জনক এবং নির্ব্বুদ্ধিতা-প্রকাশক ; ইহা কেবল অজ্ঞতা ও কুঅভিসন্ধিতে পরিস্ফুট হয়।

"আমাদিগের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দেশীয় সংবাদপত্র অনেক পরিমাণে প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টও এই বিষয় চেষ্টা করিছেন। দেশীয় সংবাদপত্র ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগের তুল্য অপরাধে পৃথক্ দণ্ডের উল্লেখ করে ; ফুলার মোকদ্দমার মিনিট লিখিয়া আমরা ঠিক তাহাই বলিয়াছি। তাহারা ইউরোপীয়দিগকে উচ্চপদ প্রদানের জন্য বিরক্ত হয় ; এই ত্রুটী দূর করিতে পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ আইন প্রণীত হইয়াছে ; এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য উপায় চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহারা ইউরোপীয়দিগের ঔদ্ধত্য এবং অসদ্ব্যবহারের উল্লেখ করে ; অনেক সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয়গণও একথা স্বীকার করেন। রেসিডেণ্টগণ অসদ্ব্যবহার করেন অথবা টাকা কর্জ্জ করেন কি না তাহা আমি জানি না। যাহা হউক, আমার বিবেচনায় এই সকল বিষয়ে সাধারণকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতে দেওয়া উচিত।"

হব হাউস স্থানান্তরে কহিয়াছেন :—

"জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করিলে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াই থাকে। আমরা উদার ও বিচক্ষণ নীতি অনুসারে এই দুই বিষয়েই উৎসাহ দিয়া আসিয়াছি। কিছু বাড়াবাড়ি দেখিলেই আমাদের ভীত হওয়া উচিত নহে। অধিক শিক্ষা পাইলে যদি ক্ষমতা না বাড়ে, তাহা হইলে লোকে অসন্তুষ্ট হইয়াই থাকে, এবং সেই ক্ষমতা পাইবার জন্য অধীর হয়। এইরূপ বাগ্‌যন্ত্রের স্বাধীনতা থাকিলে লোকে না বুঝিয়া দুই একটা কথা বলিয়া ফেলে। ভারতবর্ষের প্রজা-সাধারণকে সুশিক্ষিত ও সজীব করিলে আমাদের যে উপকার হয়, এই সকল ভাব তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে। আমরা উহা এড়াইতে পারিব না। আমার বিশ্বাস, দৃঢ়, সাধু ও অটল ভাবে রাজ্য শাসন করিলে সংবাদপত্রের অন্যায় ও অকারণ দোষারোপে কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না।"